প্রকাশিকা :

শ্রীমতী স্নেহলতা ভট্টাচার্য্য

রাজ্যধরপুর : শ্রীরামপুর

ফুলের রূপ রেখাঙ্কন : কুমারী মণিকা ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদপটে : শ্রীঅরুণ বসু

নববর্ষ সংস্করণ :

১লা বৈশাখ, ১৩৬৩

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

আল্‌ফা পাবলিশিং কন্‌সার্ন

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৯

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
"দারভাঙ্গা বিল্ডিং"
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-১২।

Students' Cheap Stores
"Asutosh Building"
Calcutta University,
Calcutta-12.

মুদ্রণে :

নারায়ণ প্রেস,

১০৭/২, রাজা রামমোহন সরণি,
কলিকাতা-৯

মূল্য ৩'০০ টাকা মাত্র।

সমর্পণার্হণ

যাঁহার অনন্তসত্ত্বা দেবদিবাকরে
আরোহিয়া দিনমানে সঞ্জীবি ধরারে,
রজনী আগমে পুনঃ চন্দ্রমাকলায়
রহিয়া অনন্তকাল কালের ভেলায়—
বিপুলা এ ধরণীর বহুল জীবেরে
অনাদি অনন্তকাল ধ'রে রক্ষা করে,
তাঁহারি চরণে মোর এ কাব্যকুসুম
সমর্পিনু সু-আনত হৃদয় প্রসুন।
লহ দেব! লহ প্রভু দীনের এ স্তব
তোমারি কল্যাণে যার সকল বিভব।

ইত্যভাজনেন দীনাতিদীনেন
শ্রীগৌরগোবিন্দ দেবশর্ম্মণা

নিবেদনাঞ্জলি

পরমারাধ্যপিতা ঈশ্বরচন্দ্র নাম
সুপণ্ডিত কুলোদ্ভব সাত্ত্বিক সুঠাম,
আজীবন শিক্ষাব্রতী সদা সাধুমতি
ছাত্রব্রতে পরহিতে স্বার্থত্যাগ অতি,
সরল উদারচিত্ত সদা ক্ষমাশীল
সত্যভ্রষ্ট কভু নাহি ছিলে একতিল।
সীমাহীন ক্ষমাগুণে দৃঢ়চিত্ততায়
আদর্শ মহান্ পিতা ছিলে এ ধরায়।
লহ পিতঃ স্বর্গ হ'তে এ পুত্রাধমের
কাব্যার্ঘ্যকুসুমাঞ্জলি আবেগ প্রাণের।

পরমারাধ্যপিতৃদেবস্য স্বর্গতস্য ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মণঃ
শ্রীচরণারবিন্দে নিবেদিতমিতি কাব্যার্ঘ্যং তস্যাধমেন অভাজনেন পুত্রেণ শ্রীগৌরগোবিন্দ দেবশর্মণা ভাগ্যহীনেন—



Dr SYAMAPRASAD MOOKHERJEE

M.A., LL.D., D.Litt. Bar-at-Law.

(From a Photo Print of 1939)

উৎসর্গপত্র

স্বর্গত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে—
সুধন্য পিতৃসম্ভূত সুপুত্র স্বনামে খ্যাত
বাগ্মীবর হে শ্যামাপ্রসাদ !
দেশহিতব্রতপ্রাণ ছাত্র হিতে অনুধ্যান
বরেণ্য নেতৃত্বে গণ্য চাঁদ।
কাব্যার্ঘ্যকুসুমাঞ্জলি লহ স্নেহ-বরে তুলি
স্বর্গ হ'তে কর আশীর্বাদ—
তবোদ্দেশে হে নির্ভীক উৎসর্গীকৃতানীক
শ্রদ্ধাপ্লুত আন্তরিক সাধ।

শ্রদ্ধাবনত
শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য

বাংলায় ১০১টি ও ইংরেজীতে ৪টি কবিতায় বিরচিত শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের কাব্য বিচিত্রা—(প্রথমার্ঘ্য) গ্রন্থখানি পাঠে মনে হ'ল, কাব্য কবিতার স্বাভাবিক, সাবলীল ধারা এখনও শুকিয়ে যায় নি।

শ্রীভট্টাচার্য্যের প্রথমদিকের 'মহান্ অভিসার' থেকে 'সর্বংসহা সমমাতৃক মেদিনী' (১-১০) পর্য্যন্ত কবিতাগুলিতে আকুল, উদাত্ত আহ্বান রয়েছে। কয়েকটি কবিতা ধ্বনিপ্রধান হ'লেও সাবলীল এবং মনোজ্ঞ। শিশুকবিতাগুলি অর্থদ্যোতক ও ব্যঞ্জনাময়। বিজ্ঞান-বিষয়ক কবিতাগুলি বৈজ্ঞানিক দ্যুতিতে দ্যুতিময়।

ঐতিহাসিক পটভূমিতে লিখিত 'সম্রাট অশোক' থেকে 'বাংলাদেশ' (২৫-২৯) এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতা 'বিদ্যাসাগর' থেকে 'সর্বশক্তিমান্' (৫২-৫৮) ও 'অন্তরে ক্রন্দনজাগে ভাষার বন্ধনে' থেকে 'দেশমাতাপ্রীতি ও সন্তান' (৬১-৬৭) পর্য্যন্ত কবিতাগুলি ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের যোগ্য।

ব্যঙ্গ কবিতাগুলি সরসতা, শ্লেষ ও হাস্যরসে প্রাণোচ্ছল ও ব্যঞ্জনাময়। ধ্বনি-প্রধান কবিতাগুলি ছন্দপ্রবাহে প্রাচীনপন্থী হ'লেও বৈচিত্র্যহীন নয় বরং সুখপাঠ্য ও সুশ্রাব্য। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীব অধিকাংশই পয়ারপ্রধান হ'লেও, সাবলীলতায় প্রাণবন্ত। কবিতাগুলির বাস্তবধর্মীতা লক্ষণীয়। বহিরাবরণে কিছু ন্যূনতা থাকলেও আন্তরিকতায় কবিতাগুলি প্রাণবন্ত, প্রাণোচ্ছল ও সমৃদ্ধ—পাঠকগণ সহজেই তা' বুঝতে পারবেন।

কর্মচঞ্চল জীবনের সদাব্যস্ততার মধ্যেও কাব্য কবিতা সাহিত্যচর্চা, সারস্বত-প্রয়াস ও সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যদি কোনও অভিনন্দন অভিপ্রেত থাকে, তবে তা' গৌরগোবিন্দবাবুর ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রযোজ্য।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

ডঃ রমেন্দ্রকুমার সেন, এম.এ., ডি.লিট., অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০৪. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬,

আধুনিক লিরিক বা গীতি-কবিতার জন্ম ইয়োরোপীয় মধ্যযুগে। ইংরেজি সাহিত্যে মধ্যযুগে লিরিকের আবির্ভাব ধর্মচেতনা ও প্রকৃতি প্রেমোন্মাদনায়। লিরিকের জন্ম ভাবোন্মাদনায়; তাহার ধর্ম সাবলীল প্রকাশনায়; তাহার সার্থকতা দ্রুতি বা দ্রবণশীলতায়। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—দ্রুতিকাব্য ও দীপ্তিকাব্য। দীপ্তিকাব্য অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ; মননশীলতা, তীক্ষ্ণবিচার দীপ্তিকাব্যের লক্ষণ। দ্রুতিকাব্য দ্রবণীয়তার উপর নির্ভরশীল। আবেশ-প্রবণতা ও তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার দ্রুতিকাব্যের প্রাণ।

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত গানগুলিতে (৪২—৪৮ এবং ৫০ নং) এই লিরিক প্রবণতা দেখা যায়। "অভিযাত্রী" ও "প্রেমপাখী মোর যায়গো ডাকি"-তে লিরিকের সাবলীলতা অনেকাংশে লক্ষণীয়। আবেগপ্রবণতা ও তাহার বিশ্লেষণ ও উভয়ের সুবিন্যাস, কাব্যপিপাসু, কবির কাছে আশা করে। উত্তরযুগের লিরিকে গৌরগোবিন্দবাবু পাঠকেব এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন—এই ভরসা আমরা করিব।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলির বাঁধুনি বা কাঠামো আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আরও শক্ত হওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি পয়ারের সমাবেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষাগত সাবলীলতা ছাড়া চতুর্দ্দশপদী কবিতার গঠনমূলক সাবলীলতা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ এই কবিতার বাঁধন যতই শক্ত হবে, সাবলীলতায় সার্থকতায় ও বৈচিত্র্যপূর্ণতায় এই বাঁধন ততই শিথিল হ'বে। গৌরগোবিন্দবাবুর কবিতায় পয়ারের মাধ্যমে শক্ত বাঁধন লক্ষণীয়; কিন্তু চিন্তা বা ভাবের বা ছন্দের মাধ্যমে বাঁধন খোলার ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। "রাজনীতি ভীতি" (৯০), "উদ্বাস্তু" (৯৬)-তে এই সার্থক সমন্বয়ের কিছু আভাস মেলে।

শ্রীরমেন্দ্রকুমার সেন।

ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, এম. এ., এম. পি.,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয়
ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন
রবীন্দ্র অধ্যাপক।

১৬২/৩৬, লেক গার্ডেনস্
কলিকাতা-৪৫

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী—এক সময়ে আমিও সেখানে কর্মী ছিলাম। গৌরগোবিন্দ বাবুর সঙ্গে মুখ চেনা পরিচয় ছিল—কিন্তু কে জানতো যে এই মুখচোরা কর্মীটি কবিতা লেখেন। তাই যখন তিনি কাব্য বিচিত্রার ফর্মাগুলি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন তখন বিস্মিত না হ'য়ে পারিনি। তারপরে যখন কবিতাগুলির সঙ্গে পরিচয় হ'ল তখন বিস্ময়েব মাত্রা এক প্রকার শ্রদ্ধায় পরিণত হ'ল। তার অনুরোধ আমি একটি ভূমিকা লিখে দিই। আমি সানন্দে রাজী হলাম—কেবল সহকর্মী বলে নয়—তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যে। প্রথম্ বৈশিষ্ট্য এগুলি তাঁর নিজস্ব বস্তু, তার রীতিনীতি সমস্তই নিজস্ব। বর্তমানে কবিতা নামে যে বস্তু (বিশুদ্ধ ঘৃতের মতো অলীক) বাজারে চলছে তার সঙ্গে এগুলির একদম মিল নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অনেকগুলি কবিতার শ্লেষ ও হাস্যরস বিশেষ উপভোগ্য। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কবিতাগুলির আন্তরিকতা। সাজ-পোষাকে যদি কিছু ন্যূনতা থাকে তবু এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যই এগুলি হৃদ্য মনে হবে পাঠকের কাছে। আমার এই ধারণা সত্য কিনা পাঠকগণ পরীক্ষা ক'রে দেখুন। এগুলি যদি হৃদয়গ্রাহ্য হয় তবে বুঝবো বাঙালী পাঠকের রসজ্ঞান একেবারে লোপ পায়নি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একদল পাগল জুটে যায়, যারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়। এরা জীবনে অর্থের মুখ খুব কমই দেখতে পায় এবং আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের কাছেই উপহাসাস্পদ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এদেরই মধ্য থেকে সৃষ্টি হওয়া সম্ভারে পরবর্তীকালের মানুষ যখন নিজেদের সৌভাগ্যগর্বে অন্বিত হয়ে ওঠে, তখন ঐসব পাগলগুলোর কদর বোঝা যায়। কিন্তু হায়, তখন পাগলগুলো থাকে না! তারা তাদের সেই পাগলামির অমূল্য দানসম্ভারে বিশ্বমানবের মঙ্গলকলস সজ্জিত রেখে চলে যায়।

এমনই এক পাগলের দলে ফেলতে পারি, আমার বন্ধু ও সহকর্মী শ্রীগৌর-গোবিন্দ ভট্টাচার্যকে। যে যুগে ও যে দেশে পয়সা দিয়ে কেউ কবিতার বই কেনে না, কবিদের পেছনে যে দেশের বন্ধুরা 'কপি' 'কপি' বলে উপহাস করে, সেই যুগে ও সেই দেশে কবিতা লিখে কবিতার বই ছাপাতে অগ্রণী হয়েছেন তিনি। আর সবচেয়ে বড় পাগলামি তাঁর, তাঁর কবিতাগুলিতে যৌন আবেদন নেই; বরং এতে উদাত্ত আহ্বান রয়ে গেছে।

তবু একটা ভরসা দেখি। বিশেষ এই বাংলা দেশে সর্বযুগেই শ্লীলতাপ্রিয় পাগলের সংখ্যা কখনও শূন্য হয়ে যেতে পারেনি। সুতরাং আমার বন্ধুবর শ্রীগৌরগোবিন্দবাবুর সব কাজটাই সকলের কাছে সমান অমর্যাদা নাও পেতে পারে। পাগল হলেও পাগলরা যেমন খাঁটি মানুষ (কোন কোন মানববিজ্ঞানীর অভিমতানুযায়ী), তেমনই বাংলার খাঁটি মানুষেরা (যাঁরা পাগলকে ভালবাসেন, অথচ নিজেরা পাগল নন) হয়ত তাঁর জীবৎকালের মধ্যেই একটা অন্ততঃ গাঁদাফুলের মালাও তাঁর গলায় পরিয়ে দেবেন।

তারপর ভাবীকাল তাঁর এই সৃষ্টিকে গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করবে কিনা, তা' ভবিষ্যৎ বলবে। কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন—

"কালের হাতে রইল ব'লে করব না অহংকার।"

অবতরণিকা

ছাত্রজীবনে লিখিবার যে বাসনা জাগে, কলেজজীবনে তা' স্ফুরিত হ'লেও প্রকাশের সুযোগ হয় নি। স্বরচিত অনেককয়টি কবিতাসহ খাতাটি হারিয়ে যায়। তারপর ১৯৩৭—৪১ এর পর থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত দীর্ঘচ্ছেদ।

১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের স্মৃতি-চারণায় 'The Life of Sir Asutosh and his Mighty Mission' ইংরেজী নিবন্ধটি আশুতোষ জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা 'বাণী মন্দির' ১৩৭১-এ (পৃঃ ৯৩—৯৫) প্রকাশিত হয়। বাংলা কবিতাটি অত্র কাব্য বিচিত্রায় সন্নিবিষ্ট হ'ল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর পরে কদাচিৎ ২।৪টি নাতিদীর্ঘ জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ২।৪টি কথা বলার অনুরোধ ও সুযোগে, স্বরচিত কবিতায় "কবি বন্দনা"র মাধ্যমে তাঁর স্মৃতিচারণা করি। শ্রোতৃবৃন্দের সানন্দ উপভোগ ও উৎসাহের কল্যাণে আমার লিখবার খেয়াল চাপে। লেগেও যাই তাতে, কিন্তু সংসারের বৈষয়িক ক্ষয়-ক্ষতি ও অসুবিধা দেখা দেয়। কারণ কবিতাবাই সময়াপহারক, অবজ্ঞাদায়ক, অশান্তিবর্দ্ধক ব্যাধিবিশেষ।

নিত্যদিনের দুঃখদৈন্য, অভাব অভিযোগ, উদ্বেগ, অশান্তি, বিড়ম্বনা, প্রভৃতির শ্রেণীবদ্ধ বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে কবিতাচর্চা অসুবিধাজনক। তবুও যদি কবিতাবাই না ছাড়ে, বুঝতে হবে দুরারোগ্য ব্যাধি যাতে নিজে ভুগছি। লাভ? লাভঃ পরং গোবধঃ নিন্দাগ্লানি চ বহুনি অপমানানি স্তূপীকৃতানি। কাব্যদেবী কবিতাসুন্দরী যেমন বিচিত্র তেমনি বিপর্য্যয়কর। কেন? এ'জন্য যে, মনকে রাঙিয়ে রসিয়ে তুলবার এঁর ক্ষমতা অপূর্ব—

মরীচিকা জলভ্রমে যথা মরুভূমে
আকর্ষে তৃষিত প্রাণ ছলনাবিভ্রমে।

ভাবচেতনা জাগাতে ইনি অকৃপণা, সদাজাগ্রতা, সত্যপাতিনী, একেবারে 'গৃহীত ইব কেশেষু'। অপহাস ও বৈষয়িক অপচয় ঘটাতে ইনি দুর্জয়। কবিতাকারের

প্রতি স্তূপীকৃত অপমান, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, নিক্ষেপেও ইনি নিবতিশয় পটীয়সী—অন্তত বক্ষ্যমাণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

মনের কোণ থেকে, কবিতাচর্চার কণ্টকময় পথের আহরিত অভিজ্ঞতাব আস্বাদ-সুধা কিঞ্চিৎ পরিবেশনে প্রলুব্ধ হচ্ছি—

১। অহো। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যাঁর অষ্টম পুত্র বিশ্বকবি। অবশ্য উল্টোভাবে—ইনি অষ্টম পুত্রেব পিতা হওয়ায় এনাকে কবিতা যেন ছেঁকে ধরেছে।

২। পার্কষ্ট্রীটে কবিতা ফলক লিখে এনার একটি মূর্ত্তি গড়ে দেবো। তোমবা কেউ করো না মানা।

৩। গল্প, নাটক, উপন্যাস লিখুন। পত্র পত্রিকা ছাপবে। নাম এবং হযত পযসাও মিলবে। কবিতা কেউ পডবে না।

৪। আপনি ত কবি কিন্তু কাব্য কাকে বলে জানেন? রস কাকে বলে? রস কয প্রকার ও কি কি? (তির্য্যক হ'লেও প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বইযের শেষে একটি কাব্যানুসারী সংযোজিত হল)।

৫। অহো! ব্যাকরণের বাকা অক্ষব সোজা করতে পারেন না ত গোছা গোছা কবিতা! একেবারে কবিতামণি। (আমাব অসহায, হতাশ মন 'ছুছুন্দবী বধ' কাব্যেব কথা স্মরণ কবে।)

৬। কিহে! নাকি খুব কবিতা লিখছ। কবে নোবেল পুবস্কার পাচ্ছ? তুমি তাহলে থার্ড—। The Third Winner.

৭। আপনি সব সময় অভাব অভাব বলেন, দুঃখেব কথা বলেন। আপনার কবিতা 'ট্রাজেডি' (tragedy) না 'কমেডি' (comedy)?

(উত্তব বেরিয়ে এল—From chaos came the cosmos and from cosmos came the Creation.)

৮। এনার কবিতার প্রথম ২।৪ লাইন বেশ জাঁকাল—তার পরে আব কিছু নেই। (এটা অবশ্যই বিদ্বজ্জন, পাঠক সুজনেব বিচার্য্য।)

৯। অভাব অভাব বলছেন। আপনার অভাব কি? পয়সা ত আপনার মগজেই আছে। লিখতে পাবেন যখন, লিখলেই ত পয়সা।

লিখিত মৃত্যু বিজ্ঞাপন (obituary): "Here lies our beloved colleague, a most unsuccessful poet who failed in everything what he undertook. May his soul rest in peace."

জিজ্ঞাসা—জলজ্যান্ত মানুষটি থাকতে মৃত্যুগাথা কেন? উত্তর—এনাকে আমরা কত ভালবাসি তা' সামনে না থাকলে জানাব কি করে? তাই এখনই সেরে নিচ্ছি।

১১। **গৌরগোবিন্দবাবুর প্রতি**

'হে নীরব কবি!
মুখর হ'য়ে উঠ তুমি গানে।
সন্ধ্যা শেষে শুরু তোমার কাজ—
রাত্রে তোমায় জাগতে অনেক হবে,
ভয় পেও না কষ্ট যদি পাও—
তোমার সাথী সাথে তোমার রবে।'

ব্যঙ্গভরে হ'লেও বক্তা আমার সেই সাথীর কথাই বলছেন সত্যিই আমি যাঁকে চাই—

চাই গো আমি তাঁহাকে চাই,
সকাল সাঁঝে সকল কাজে
যাঁহার পরশ পাই।

১২। তুমি নাকি কবিতা ছাপছ? ভাল করে, মনোরম প্রচ্ছদপটে ছেপো। যা' ছাপবে তা' একবারই, দুবার আর হ'বে না, কেউ পড়বে না।

(আমি অবশ্যি সেই লেখক থেকে মোটেই ব্যতিক্রম নই—যিনি বলেছিলেন—'সবার বই বাজারে কাটে, আমার বই পোকায় কাটে।')

১৩। "আপনার কবিতা কোন্ ক্লাশের পাঠ্য ?" (নিরুত্তরতাই আমার উত্তর। বিদ্বজ্জনই এর বিচারক।)

১৪। গৌরবাবুর আর কি! ওনার কবিতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হ'বে। প্রফেসররা পড়াবেন, আমরা শুনব। (কি জানি! ছায়া ত পূর্বগামিনী।)

১৫। গৌরবাবু ঠিক সিজারের (Caesar) মত। খাকাকালীন কেউ নয়, কিছু নয়। মরলে পর আমরা বলব, জোর গলায় বলব—আহা! একজন মানুষ ছিলেন, সত্যিই তিনি ছিলেন, ছিলেনই।

সে কথা এখন কেন ?

তা' নইলে ওনার অস্তিত্বের কথা ওনাকে জানাবো কি করে ?

১৬। আহা! ওনার বাণীতে যেন মুক্তা ঝরে—অক্ষরে, অক্ষরে।

১৭। "গৌরবাবুর যে কবিতাগুলো ভাল লাগবে সেগুলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ থেকে নেওয়া, এ কথা আমরা বলব।" (রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রকাব্য পাঠকারী লেখকের পক্ষে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকা কি সম্ভব ?)

যদিচ— যাহার প্রকাশ যবে হইবে ভুবনে
কি ছলা রাখিবে তারে আড়ালে গোপনে !

এসব উপদেশ, সমালোচনা, বক্রোক্তি, নিন্দাচর্চ্চা, কিন্তু আমার আদৌ বিরক্তিকর বোধ না হয়ে বরং উপভোগ্য মনে হয়েছে। কারণ ব্যথিত জীবনকে এত সুন্দর, সরসভাবে আস্বাদনের অন্য কোনও প্রকৃষ্টতর উপাদান জীবনে আর পাইনি। আমার বন্ধুবান্ধবরাই দয়াপরবশ হ'য়ে আমাকে তা' আস্বাদন করিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে, প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রত্যেককে সানন্দ, সানুনয়, আন্তরিক অভিনন্দন জানাই—সাদরে বরণ করি—আদরে, অকপটে, অবাধে।

১৮। "অনুকূল ভাব নিয়ে প্রতিকূলতা করছি উদ্দেশ্য যা মেরে বাঁচান"।

১৯। "বেশ কিছুদিন ফেলে রেখে কবিতাগুলি আবার মাজুন। তবে উতরোবে। কবিতার সংখ্যা কিছু নয়—তার গুণ, কাব্যগত গুণই কেবল কাম্য।

২০। (ক) ব্যঙ্গ কবিতাগুলি মন্দ নয়।

(খ) কবির কাব্যপিপাসা অসাধারণ। এ হেন পরিশ্রম সত্যই অভাবনীয়। কবির এই পরিশ্রম সার্থক কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়ে পাঠক মনে আনন্দ স্রোতস্বিনী আমুক, ইহাই কাম্য।

২১। আশিস্-দম্পতির শ্রীমুখোপাধ্যায়—'আপনার কবিতা 'ভালয় মন্দয় মন্দনয়'। তস্য জায়া শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী "আপনি একটু কবিত্বের দাবী করতে পারেন।' (কোন দাবী নিয়ে নয়, লেখার স্বাভাবিক প্রেবণাতেই লিখি)।

২২। 'সৃষ্টি যখন প্রকাশধর্মী, আপনার লেখা, আপনার সৃষ্টি, প্রকাশ করবেন নিশ্চয়ই। শতকরা কয়জন লিখতে পারেন! খুব বেশী পাবেন কি ?"

২৩। "আধুনিক কবিতা লেখেন না কেন ? আধুনিক কবিতা ছাড়া আজকাল কেউ পড়ে না।"

(ঠিক আধুনিক কবিতা লিখতে অপটু যদিচ আধুনিক ভাবধারা ও বিবর্তনের ছাপ বহুলাংশে ক্রিয়াশীল।)

২৪। "হ'তে হ'লে এব মধ্যেই হয়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ত এ'করে অন্ধই হ'য়ে গেলেন। Milton এর কথাই ভাবুন না। মধুসূদন দত্তের (Michael M.S. Dutt) কথাই ধরুন না। হতাশ হবার কি আছে।"

২৫। 'এই যে আসুন, আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই বন্ধুদের কাছে। এই যে, ইনি আমাদের কবি।' না, না, ঝোঁক আছে, তাই একটু লিখি, এই যা। 'সে কি! আপনি কবিতা লিখেন, তাই কবি। গদ্য লিখলে বলতুম গবী।'

বিবশমনে বাড়ী ফিরতে ফিরতে ভাবলুম—আমায় গরু বল্লে! আমার সঙ্গে, কবির সঙ্গে, গরুর কি সম্বন্ধ? অভিধান খুঁজলুম, পেলুম গবী মানে—গরু—মানে গাই—মানে গাভী—মানে ধেনু, মায় কামধেনুও। ভাল লাগল, ঘোর কেটে গেল,। কামধেনুর সঙ্গে কবির সম্বন্ধ পেলুম—ঘনিষ্ঠ। কামদুঘা কামধেনু কল্পকালের পয়স্বিনী, সতত সহস্রধারায় পয়ামৃত বর্ষিণী। আর কবি? কবিও অমৃতনিস্যন্দী ক্রমাগত বাণীবিবর্দ্ধিত কাব্যামৃতবর্ষী। যাই হ'ক, যে কিছু

করেছি, যে কিছু ধরেছি, তা' পাঠক সমাজে, জনসমক্ষে প্রকাশ করছি—ভাল মন্দ, দোষ গুণ বিচারের ভার তাঁদেরই। যে কোন ভুল ভ্রান্তি, অসঙ্গতি সম্বন্ধে যে কোন সংশোধনী নির্দ্দেশ ও সমালোচনাব সাদর আহ্বান বহিল।

প্রণতি জানাই পরম কারুনিক পবমেশ্বরকে। স্মরণ করি স্বর্গত পরমারাধ্য পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে। স্মরণ করি স্বর্গত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যিনি লেখাপডা বিষয়ে সাহায্য কবেছিলেন। স্ব-স্বাক্ষরিত এক খানা Palgrave's Golden Treasury of English songs and Lyrics—Book I—IV তিনি আমায় দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত. সেই মূল্যবান স্মৃতিচিহ্নটি অপহৃত। স্মরণ কবি ছাত্রবৎসল অধ্যক্ষ ৺পঞ্চানন সিংহ ও অধ্যাপক ৺বিভূতি ঘোষাল মহাশয়কে। স্মরণ করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব জার্মান ভাষার প্রাক্তন শিক্ষক স্বর্গত ডঃ হরগোপাল বিশ্বাস মহাশযকে যিনি লেখার বিষযে খুব উৎসাহিত করতেন।

ভারতবর্ষ জ্যৈষ্ঠসংখ্যা ১৩৭৩ এব শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৬ এ, পরপর আমার 'পণপ্রথাব পবিণাম ও উহাব প্রতিকারব চিন্তা' নিবন্ধ এবং 'কাব্যার্থ চন্দ্রিকা' কবিতাটি প্রকাশের জন্য উহাব সম্পাদক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ। বিশেষভাবে স শ্লিষ্ট শ্রীকুমারেশ ভট্টাচায্য মহাশযকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীরামপুব চাতরা নন্দলাল হাইস্কুলেব শিক্ষক শ্রীকমলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায ও শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায মহাশয়দ্বযকে রামগিবি পর্বতের অবস্থানস্থল সম্বন্ধে তথ্যপ্রদানের জন্য এবং শ্রীসত্যরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে 'অভিযাত্রীর গান', 'বাণীবন্দনা' ও অন্য কয়েকটি গানের সুরযোজনা ও পরিবেশনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের—

মাননীয় ভাইস্-চ্যান্সেলর ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়কে উৎসাহদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক

ডঃ সুহাস চ্যাটার্জী, অধ্যাপক শ্রীকালীচরণ কর্মকার, ডেপুটি রেজিষ্ট্রার শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু, মহাশয়গণকেও সহৃদয় অনুপ্রেরণার জন্য ধন্যবাদ।

সুহৃদ্ শ্রীপ্রদীপ কুমার বিশ্বাসকে কবিতাবিষয়ে ঔৎসুক্যের জন্য এবং ফটো-আর্টস্‌এর শ্রদ্ধেয়া সাবিত্রী সিন্‌হাকে ব্লক বিষয়ে সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

বন্ধুবান্ধব, সুহৃদ্-স্বজন, সহকর্মী যাঁরা আমায় অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই।

কষ্ট স্বীকার ক'রে পাণ্ডুলিপি অনুলিখনে সহায়তার জন্য শ্রীঅজিতকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীতারাপদ দাস ও কল্যাণীয়া বুলবুল দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ। চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ ভবতোষকে আমার কবিতা বিষয়ে বহু অনুসন্ধিৎসা, সাগ্রহে পাঠ ও কাগজ কলম সাজিয়ে দেবার জন্য আশীর্বাদ করি ও তার কল্যাণ কামনা করি।

পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও শুভার্থীদের দু'চার জন যাঁরা অগ্রিম গ্রাহক হ'য়েছেন, অভিনন্দিত ক'রে তাঁদের উদ্দেশে বলি—

তোমার যে দান—
ক্ষীণ হউক ক্ষুদ্র হউক
তাহাই মহান্।
অগ্রিম আগ্রহে তুমি
দেখালে তোমার—
কৃষ্টি রুচি জ্ঞান-তৃষা
শিক্ষা-সংস্কার।

অলমতিবিস্তরেণ—

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য

কাব্য বিচিত্রা

প্রথমার্ঘ্য



কাঁটাবনে ফুটল যে ফুল
হয়ত রূপে নয় সে রাতুল
হয়ত গন্ধে নয় সে অতুল
হয়ত মধু মানে,
তাইবলে কি সেই অলিকুল
মধুর খোঁজে যারা ব্যাকুল
স্বভাবগুণে বসবে না তায়
মধুরই সন্ধানে!

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য

বিষয় সূচী

পত্রাঙ্ক

মহান্ অভিসার

নীরবে নিশীথে গোপনে চকিতে
একাকী চলিনু আমি,
যে পথে ধরণী দূর দূরান্তে
দিগন্তে গিয়েছে নামি।
দেখিনু নয়নে বিশাল গগন
বিশাল সাগর প'রে,
আপন মহিমা দিয়েছে ছড়ায়ে
চন্দ্র তারকা করে।
কল কোলাহল হইল বিরল
নীরব নিশীথ রাতি,
চলিনু একাকী দূরপথ পানে
মহা আহ্বানে মাতি।
চকিতে চাহিনু ঊর্দ্ধগগনে
যতদূর চাওয়া চলে,
সে মহাগগন সে মহালগনে
অপার করুণা বলে
ডাকিল আমায় মহা আহ্বানে
স্তব্ধ নিথর সঙ্গীত তানে
মহাকর্ষণ ছলে।

ছল ছল আঁখি এ পরাণ পাখী
নিমেষে নিমেষ হারা—
মহা বিশালতা মৌন বারতা
ধ্বনিল হৃদয়ে ত্বরা—
"ঐ হে পথিক ধর সঙ্গীত
মুক্ত কণ্ঠ তানে,
মহা সঙ্গীত মহতের গীত
ধ্বনিয়া উঠুক প্রাণে-
তখনি তোমার সার্থক গান
সার্থক অভিসার,
প্রেমাকর্ষণে ভুবনে গগনে
বারিধিরে কর একাকার।"
সাধিনু এ বীণা ধরিনু এ তান
মহা সঙ্গীতে মহতের গান
উঠিল রণনি দিগন্ত তখনি,
ঝঙ্কারি আপনি উঠিলরে প্রাণ।
সে মহা ছন্দ পরমানন্দ
সবাকারে দিতে আমি—
বীণা তান গান করে দিনু দান
বিশাল বিশ্বে নমি।

মহান্ পরশ

অন্তর বাণী মন্থর যদিও
শুনি তাহা আমি শুনি—
তব প্রেমডোরে মম অন্তরে
বন্ধন দৃঢ় মানি।
যদিও তীব্র বাসনা সকল
বিবশ করিছে মোরে,
যদিও রুদ্ধ আবেগ সকল
আপনার বেগে স্ফুরে -
তথাপি আমার প্রেম পারাবার
তব প্রতীক্ষা ময়,
মৌন প্রেমের মৃদুল বারতা
শ্রবণে ধ্বনিত হয়।
দিশাহারা যবে দিক্ দেশ সবে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরি,
ক্লান্ত নয়নে বহুদূর পানে
তব কায়ারূপ হেরি
তদা মনে হয় আনত হৃদয়
তব অন্তরে পশি
দূর পৃথিবীর সীমাহীন তীর
দিক্‌চক্রবালে মিশি—
দেখি গো তোমার বিশাল বিথার
মহান স্বরূপ, স্বামি!

বুঝি গো বিশ্ববিশালতা মাঝে
কত যে ক্ষুদ্র আমি।

ব্যাপ্তাত্মতা

হৃদি আপনারে নিতি বারে বারে
দেয় সবাকারে বিলায়ে
সবার পরশে প্রেম প্রীতিরসে
সব প্রাণ সাথে মিলায়ে।

জন স্রোত যবে দলি চলি যায়
রাজ পথখানি চরণে—
আমার হৃদয় উতরোল হয়
সে পথ যাত্রা বরণে।

যখন কণ্ঠ সুললিত গায়
সঙ্গীত সুধা লাবণে
মম এ হৃদয় গলি দ্রব হয়
সুর তরঙ্গ প্লাবনে।

(যবে) নূপুর নিক্কন কিনি কিনি ঘন
বাজে নর্ত্তক চরণে

মধুর ঝঙ্কার দেয় অনিবার
ছন্দ দোলা এ পরাণে।
একাকী আমার নহেত সংসাব
সবাকাব সাথে আছি যে—
সব জনে তাই সদা কাছে পাই
আমাবও কাছে আছে সে।

সব সুরে মোর গান ভরপুর

গেছে কি থামিয়া সকল সঙ্গীত
সকল তন্ত্রী সাধনা !
হৃদয়ে আমার উঠিছে আকুলি
নব সঙ্গীত কামনা।
গাহিবারে আমি চেয়েছিনু গান
সব সুর সাথে মিলায়ে
দুঃখ দৈন্য বেদনা ও বাধা
নিল মোবে দূবে ভুলায়ে।
যখনি নীরবে থাকিয়া অরবে
ভাবি গো চিত্ত ভাবনা—

হৃদয় সম্বিৎ রচি নবগীত
ঝঙ্কারি উঠে আপনা।
তখনি আবার হৃদ্ বোঝা ভার
দূর হ'য়ে যায় চকিতে,
সঙ্গীত তানে মন প্রাণ মোর
চাহে গো মগ্ন রহিতে।
সেই মনোরম মদির লালসে
কণ্ঠ গাহে যে হরষে
সেই সঙ্গীত মৃদু মন্থরে
সবাকার সুর পরশে।

তুষার শিখরে অরুণোদয়

দেখিনু হিমানী হিমালয় খানি
তুঙ্গ শৃঙ্গময়
মহান বিশাল জিনি মহাকাল
অনাহত যিনি রয়।
মহা বিশালতা মৌন বারতা
তুষার শুভ্র হাসি
কোন অবসরে মম অন্তরে
নীরবে চকিতে পশি—

আমায় গ্রাসিল ক্ষুদ্র নাশিল
মহান্ মহিমা বলে,
হৃদয় আমার নাচিয়া উঠিল
নবীন কৌতূহলে।
উঠিনু সুধীরে তুষার শিখরে
দেখিতে উষার আলা—
তুষার শিখরে নবারুণ করে
স্বর্ণপ্রদীপ জ্বালা।
সে কি অপরূপ মোহন স্বরূপ!
সপ্ত রঙ্গীন রথে—
উদয় গগনে উষার লগনে
উদিয়া শূন্য পথে—
দীপ্ত আগুন নব নবারুণ
পলকে পক্ষ মেলি,
প্রতি পদক্ষেপে লম্ফ বিক্ষেপে
সহস্র কিরণ ফেলি,
ধরণীর গায় পাহাড় চূড়ায়
আপন উজলা রাশি—
সোনালী রূপালী শতরূপ ঢালি
ঊর্দ্ধ গগনে আসি—
দিক্-দিগন্ত গুহার প্রান্ত
গভীর বনানী-তল,
নিমেষে আপন প্রখর কিরণে
করিল সমুজ্জ্বল।

চকিতে আমার হৃদয় দুয়ার
খুলে চলে গেল সব আঁধিয়ার,
আলোর ঝলক পশি বারে বার
হৃদয় অন্তঃপুরে,
ভাষার অতীত অনুভূতিময়
নবীন সূর্য্যকরে,—
গভীরে আমায় মুগ্ধ কবিল
অমর তুষার পুরে,
স্তব্ধ নিথর মম অন্তর
নমে দেবদিবাকরে।

শারদ লক্ষ্মী

এস গো শাবদ লক্ষ্মী শ্যামলী
এস গো শাবদ প্রাতে—
এস নির্মল স্নিগ্ধ শীতল
শিশিব ধৌত পথে।
দিকে দিকে ঐ শত আয়োজন
দিকবধূ সব খুলিল নয়ন
পথে প্রান্তরে ঘিরি চারিধারে
ঝরা শিউলীর দল—

শুভ্র পরাগে যেন অনুরাগে
সাজাল ধরণীতল।
সোহাগে শিশির ছাড়ি নীর নীড়
শ্যামল পত্রপুটে—
বিন্দু বিন্দু শিশির সিন্ধু
রচিয়া উঠেছে ফুটে।
শ্যাম তৃণদল করি ঝলমল
শিশির সিক্ত শিরে,
বরিছে শারদ লক্ষ্মী তোমায়
মুক্তা ক্ষরিত নীরে।
বিশাল বিথার প্রান্তর ধার
রয়েছে শিশিরে ঘিরে,
আলো ঝলমল শত শতদল
রাজিছে কাননে নীরে।
পূরব গগনে নব নবারুণ
উদিছে নবীন রাগে,
সবুজ শ্যামল ধরণীর তল
শিশির সিনানে জাগে।
কলকুহুতান বিহগের গান
প্রভাত মধুর বায়
তব আগমনী তব পদধ্বনি
ললিত বিতানে গায়।

ঐ হে অদূরে মাঠে থরে থরে
সবুজ ধানের রাশি—
বিকশি আপনি ফুল ও পরাগে
তবাগম প্রত্যাশী।
তোমার মহিমা দিয়েছ ছড়ায়ে
নিখিল বিশ্বময়—
বরাভয় বাণী ওগো কল্যাণী
গাহিছে তোমার জয়।
এস এস মাতঃ এস সুস্নাতঃ
স্নিগ্ধ শারদ প্রাতে—
এস কল্যাণী বরাভয় আনি
তব শুভাগম সাথে।

শাওন গান

শাওন গভীর ঘন, ঘন ঘোর বরিষণ
জলদ হাঁকিছে জল' মন্দ্রে—
শিখরে শিখীর রোল কেকারব কলরোল

শিখীরা নাচিছে নৃৎছন্দে,
নিক্বনি পেখম নৃদানন্দে।
মধুর শীতল বায় সুমধুব স্নিগ্ধতায়
সমীর বহিছে মৃদুমন্দে,
মন মাতল মনানন্দে।
ঝির ঝির ঝির ঝির ঝরিছে বাদল—
ক্ষরিত শাওনধারা ঝরি অবিবল।
হৃদয় নাচিছে নব ছন্দে,
আকুল পুলকে প্রেমানন্দে।
চমকি বিজুরী রেখা ঝলকে ঝলকে,
বিদারি বারিদ হৃদি তড়িৎ ফলকে—
অবিরল ধারাসনে বিজুবী চমক হানে,
গগন বিদারি ক্ষণে, নিমেষে পলকে।
শাওন গভীর ঘন, ঘন ঘোর বরিষণ—
মেঘ গর্জ্জন ঘোর গর্জ্জে—
বিধুনি দিগঙ্গনে কড়কড় বাজ হানে
বজ্রনির্ঘোষে খর তুর্য্যে।
শন্ শন্ কল কল অবিরল ধারাজল—
মত্ত দাদুরী তোলে আকুল কোলাহল,
শাওন ঘনঘটা আঁধারিল ধরাতল—
দারুণ বরিষণ ভাসাল ধরণীতল।
দয়িত হৃদয়খানি বিরহবিবশ মানি
দয়িত আগমে পুনঃ স্মরে অনুরণি—

এ ঘোর শাওন দিন, রিম ঝিম রিম ঝিম
আকুলি বিকুলি করে প্রাণী।
মেঘ মেদুর ঘন শাওন বরিষণ—
নিঃসঙ্গ হৃদয় জনু কাঁদে,
হৃদয় দুরু দুরু আকুল সঞ্চরু
প্রেম চকোর চাহে চাঁদে।
ঘোর বারিষক্ষণ কুশিল ঘন ঘন
বিহ্বল মন নয়ান—
হৃদয় আকুল ব্যাকুল চঞ্চল
বিলাপই নিঃসঙ্গ শয়ান।

ঝড়

এল ঝড় এল ঝড় কড় কড় কড় কড়
তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে—
বিধুনি দিগঙ্গন মহীরুহ অগনন
মড়মড়ি ভাঙ্গয়ি স্ব-ছন্দে।
নিদারুণ ধূলিঝড় শন্‌শন কড়কড়
দমকা হাওয়ার দাপটে—
চারিভিতে জীবকুল ভয়ে ত্রাসে সমাকুল
রড় দেয় তরাসে সাপটে।

শন্ শন্ বায়ু-বাণে বৃক্ষ উপাড়ি ক্ষণে
ঝঞ্ঝা ভয়াল ভয় ত্রাসে—
নৃত্য তাণ্ডব তালে চণ্ড নৃত্যে পদে দলে
যেন ঝড় বিশ্বসৃষ্টি নাশে।
উড়ায়ে ধবার ধূলি ঘর দোব চালা ফেলি
লণ্ডভণ্ড করি মহাকাণ্ড—
যেন ঝড় রুদ্ররোষে ধরাবাসী জীবে ত্রাসে
বিধানি বিকট মহাদণ্ড।
বুঝি আজ নটরাজ পরি নৃত্যপর সাজ
জটাজাল করিয়া বিস্তার
ভয়াল তাণ্ডব তালে নাশে সৃষ্টি ধ্বংস কালে
যেন আর নাহি বে নিস্তার।

কালজিনি কবিবাণী

কবি কি শুধুই কবি কল্পলোকচারী
জাগতিক অভিজ্ঞতা নাইকি তাঁহারি ?
কোথা হ'তে কেন তবে বাস্তবের গান—
ধ্বনিয়া রণিয়া উঠি কাব্যের উদ্যান,
ঝঙ্কারে ভরিয়া দেয় স্বর্গীয় সুতানে ?—
কাব্যরসপিপাসুর তৃপ্তি আনে মনে !

কাব্যার্থী জনের হৃদে মহাভাবচয়
কে তবে কাব্যিক রসে করায় উদয় ?
কল্পনা কল্যাণ-স্পর্শে বস্তুরূপখানি
কাব্যরসে অবগাহি কবিকণ্ঠবাণী
যখনি প্রমূর্ত্ত হয় ছন্দের আবেশে
কালজয়ী হয়ে তাহা সর্বকালে পশে।

১

কবেকার তমসার তীর-তপোবন—
বনবিহঙ্গের গানে মুখর মগন,
কবেকার বাল্মীকির তপঃসিদ্ধফল—
শ্লোকের ছন্দের তালে বয়ে কলকল,
কবেকার বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের
শোক হ'তে জাত শ্লোক, *আবেগ প্রাণের
উঠিল ঝঙ্কারি কবি বাল্মীকির প্রাণে—

---

*কাম ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের শোকসন্তপ্তা, বিলাপবতা, বিগতপ্রাণ-দয়িতের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণরতা ক্রৌঞ্চী সন্দর্শনে, শোকাহত করুণা বিগলিত আদিকবি বাল্মীকির শোকসঞ্জাত শ্লোকাবেগে বিনির্গত ধিক্কারবাণী—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।'

—রে নিষাদ! যেহেতু তুই কামক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করিয়াছিস্, সেই হেতু তুই জীবনে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না।

এই 'শোক হ'তে জাত শ্লোক'ই রামায়ণ মহাকাব্যের আদি উৎস। ইহার উৎসস্থল আবার বাণাহত ক্রৌঞ্চমিথুনের নিহত ক্রৌঞ্চতরে মুহ্যমানা দয়িতা ক্রৌঞ্চীর শোকবিলাপ। পুনশ্চ শোকবিগলিত অনুভূতিপ্রবণ কবির চিত্তভূমিই এই মহাকাব্যের ভিত্তিভূমি।

তাঁরি সেই সুললিত রামায়ণ গানে—
আজিও যা' মুগ্ধ করে জগতের জনে
আজিও আনত করে ভক্তিপ্লুত মনে।
আজিও রামের পঞ্চবটী বনবাস
সত্যনিষ্ঠা পিতৃভক্তি করিছে প্রকাশ।
আজিও রামের ত্যাগ সুমহান ভবে,
আজিও লক্ষ্মণ তারে ছায়াসম সেবে।
আজিও সীতার সেই করুণ নয়ান—
দয়িত রামের অতি পতিগত প্রাণ,
আজিও সে অতীতের সীতার বিলাপ—
জাগায় মানব-মনে করুণ সংলাপ।
অশোক কানন-স্থিতা শোকাকুলা সীতা
রামায়ণ শ্লোক-গানে আজো বিরাজিতা।
রামের সুগ্রীব-প্রীতি সীতার কারণ
অন্যায় সমরে জ্যেষ্ঠ বালীর নিধন—
আজিও বাল্মীকি ভাষ সকরুণে ভণে
সুগ্রীবের রাজ্য লাভ বালীর নিধনে।
আজিও তারার পতি-শোকাকুল প্রাণ—
শ্রীরাম হৃদয়ে হানে অনুতাপ বাণ,
আজিও তারার সেই শোকাশ্রু সকল—
শ্রীরাম-বীরত্বে যেন করিছে সমল।
আজিও সাগরে যেন সেতুর বন্ধন—
সীতার উদ্ধার তরে চলেছে রচন,

আজো সেই রাবণের দম্ভ অবিরাম—
অনুচিত লালসার ঘোর পরিণাম,
হনুমান আদি সব বানর সৈন্যের—
বীরত্ব ব্যঞ্জনাময় যুদ্ধ নৈপুণ্যের—
প্রত্যক্ষ আলেখ্যসম স্বচ্ছ ও সবল,
রামায়ণ কথামৃতে রহে অবিকল।
আজো সেই চেড়ীদের ঘৃণ্য কদাচার—
সমভাবে উপজয়ে দারুণ ধিক্কার।
আজিও লাঞ্ছিতা তরে বীর হনুমান—
বীরত্বে গর্জ্জিয়া উঠে অনল সমান।
আজিও ভক্তের ভক্তি ঘোষে অবিরাম—
হনুমান হৃদাঙ্কিত শ্রীরামের নাম।

আদি কবি বাল্মীকির কম-কণ্ঠ বর
আজিও সমানভাবে রয়েছে সরব।
আদি কবি বাল্মীকির কল্পনা প্রসাদে
আজিও জগৎবাসী কবিতা আস্বাদে।
আজিও বাল্মীকি কৃত রামায়ণ গান
বসুধা করিছে পান সুধার সমান।

২

কবে যে ব্রজের ছেলে বাজাইল বাঁশী
কবির কবিতা স্রোতে আজো তাহা ভাসি-
মাতাইয়া তোলে কান প্রাণ মন হিয়া—
বিরহ মিলন গীতি গাহিয়া গাহিয়া।

মৃদুল বাঁশরী রব তুলিয়া সে তান—
আজিও আকুল করে ব্যাকুল পরাণ,
ব্যাকুল করিয়া তোলে ব্রজ গোপী গণে
আকুল আনন্দ-ভক্তি ঢেলে দেয় মনে।

কবে সে সুদাম আদি যত সখাগণ
শ্রীদামাদি, কৃষ্ণসহ করি গোচারণ,
ভ্রমেছিল ব্রজধামে কাননে কাননে—
স্নেহাতুরা জননীরে কাঁদায়ে গোপনে,
আজিও সে রসাভাস কবি গীতিকায়—
বাৎসল্যে আকুল করে ভক্তেরে কাঁদায়।

কবে সে গোঠের পথে যত ব্রজধূলি—
সকালে বিকালে উঠি রচেছে গোধূলি
আজিও তাহার রেশ বহুতর রেণু—
আজিও কৃষ্ণের সেই করধৃত বেণু—
বাজিয়া মোহন সুরে মোহে বিশ্বজন,
আজিও গোধূলি রেণু বহে অনুক্ষণ।

আজিও সে ব্রজবেণু বেণুর রণন
বৈষ্ণব হৃদয়ে তোলে মধুর নিক্বন।

কবেকার শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমাকুতি,
কবেকার শ্রীকৃষ্ণের মথুরা বসতি,
কবেকার ব্রজধাম নিকুঞ্জ কানন,
গোপী রাধা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাস মিলন—

কবিকৃতি অনুসারী সুললিত গানে—
মাধুর্য্যমণ্ডিত সুধা আজো তাহা দানে।
আজিও সে কুঞ্জ কৃষ্ণ প্রেমের ঠাকুর,
ভক্তিকথামৃত গানে বিরাজে মধুর।

৩

কবেকার দ্বাপরের কৃষ্ণ প্রেমলীলা—
ভাগবত গ্রন্থে যাহা শ্রীব্যাস রচিলা,
কবেকার পুতনার ছল স্তন-দান—
শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণের সেই স্তন-পান,
কবেকার শ্রীকৃষ্ণের পুতনা নিধন—
কবেকার শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন,
কবেকার অঘাসুর বকাসুর সনে—
কালান্তক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বধ্যভূমে রণে—
কবেকার বিদুরের ক্ষুদান্ন ভোজন—
ভক্তাশ্রয়ী শ্রীকৃষ্ণের সুতৃপ্ত সাধন,
ভগবৎ প্রেমী আজো ভক্তিরস গানে—
বেদব্যাস বিরচিত ভাগবতে শোনে।

৪

কবেকার কৌরবের দম্ভ উক্তি যত,
কবেকার পাণ্ডবের দুঃখ শত শত—
কবেকার দ্রৌপদীর বস্ত্রের হরণ,
কবেকার পাণ্ডবের কৌরব নিধন—

সেই সে অকৃতদার ভীষ্মের পতন,
ইচ্ছামৃত্যু যাঁর হাতে, সে মহামরণ,
আজিও সরব থাকি ভারত গাথায়
সমব্যথী সকলেরে অঝোরে কাঁদায়।
কবেকার কুরুক্ষেত্রে সেই মহারণ,
ধর্ম্মের উত্থান যাহে পাপের পতন—
সুমহান সাক্ষীরূপে কে রাখিত ভবে ?
যদি না রচিত ব্যাস রচনা বিভবে ?

৫

কবেকার অলকার পদ্মের উদ্যান
মত্তহস্তী পদে দলে করে দিল ম্লান।
কবে সেই বিরহী যে যক্ষ প্রিয়া তরে,
উদ্যান পাহারা ছাড়ি রয়েছিল ঘরে।
কবে সে কুবেররাজ অলকাপুরীর
পদ্মবন বিনাশেতে হইয়া অধীর—
প্রিয়াসঙ্গলিপ্সু ভৃত্যে কর্ত্তব্যচ্যুতির—
কঠোর শাসন দণ্ডে পাঠাল সুধীর
বিরহী যক্ষেরে রামগিরি* নির্বাসনে—
আজো যাহা মেঘদূত সকরুণে ভণে।
কবে সে বিরহী যক্ষ অলকাপুরীর—
দয়িতা প্রেমানুরাগে যে ছিল অধীর,
যে ছিল প্রিয়ার সাথে প্রেম আলাপনে—
যক্ষরাজ দিয়েছিল যারে নির্বাসনে,

সেই সে বিরহী যক্ষ বিন্ধ্যের পর্বতে
বিহ্বল প্রেমের চক্ষে দেখিল চকিতে—
প্রথম আষাঢ়-দিনে বর্ষণমুখর—
চলমান মেঘরাশি বহে থরে থর,
দক্ষিণের দেশ হ'তে উত্তরগামিনী—
যে প্রদেশে ছিল তার প্রিয়া বিরহিনী।
আজো সে বিরহক্লান্তা বঞ্চিতা কান্তার—
অনুরাগ-অনুভূতি হৃদি অনুসার,
কবিকৃত মেঘদূত ঘোষে অবিরল—
সলিল সঞ্জাত বেগে প্রবল চঞ্চল।

কবে সে মেঘেরে দিল দূতের বারতা,
বিরহ-বিবশ ক্লান্ত হৃদি-জাত কথা।
আজিও তাহার ব্যথা কবি বাণী হতে—
অনাঘ্রাত পুষ্পসম সুচারু ইঙ্গিতে—
কাঁদায় জগৎবাসী বিরহী সকলে,

হ'ত কি সম্ভব ইহা কবি না গাহিলে ?
কবে সে উত্তরগামী দক্ষিণের মেঘ—
কবিচিত্তে জাগাইল প্রবল আবেগ,
যার ফলে মেঘদূত হইল উদয়,
কবির অমর কীর্ত্তি ঘোষিল বিজয়।

মেঘমেদুর ঘন বরষণ মুখর—
সেই মেঘদূত আজো বিরহ জর্জ্জর—

বিরহসন্তপ্ত জনে সমভাবে হানে
যেমন হানিয়াছিল অনুতাপ বাণে—
সেই সে বিরহী যক্ষে দূর নির্বাসনে—
*রামগিরি বনাঞ্চলে নির্বাসন দিনে।
করুণ বিরহ গাথা মেঘদূত প্রায়
হ'ত কি সম্ভব কভু ধূলার ধরায় ?
মহাকবি কালিদাস যদি না গাহিত
অনুভাবি অনুভাব মেঘবাহিত ?
তাই বুঝি যুগে যুগে জাগে কবি মুখ
আগাম কালের গান গাহিতে উৎসুক।
কবি অনুধ্যান তাই কবিকণ্ঠ বাণী—
কাব্যরূপী সুধাস্রোতে সুতৃপ্তি দায়িনী—
সত্য শিব সুন্দরের বাণী মূর্ত্তি ধরি
পাঠকের মনোরাজ্য লয় জয় করি।
তাই আদিকাল হ'তে কবি কাব্যকার—
কালজয়ী হ'য়ে রাজে ভাস্বর আকার।

*যক্ষনির্বাসন স্থল রামগিরির অবস্থানস্থল সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার ফলে যে তথ্যচিত্র সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পাঠক সাধারণের সৌকর্য্যার্থে অত্র সন্নিবিষ্ট হইল ঃ— "অনেকের মতে রামগিরি ঋষ্যমূক পর্বত। বল্লভদেব, মল্লিনাথ প্রভৃতির মতে চিত্রকূট পর্বত। কিন্তু কবি যে ভাবে পথের বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে. রামগিরি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম (Sir Alexander Cunningham) সাহেবের মতে অমরকণ্টকের নিকটবর্তী রামধর পর্বতই রামগিরি। আধুনিক মতে ছোট নাগপুর অঞ্চলে অবস্থিত রামটেক বা রামটেঙ্কা-ই রামগিরি। উইলসন (Horace Hayman Willson) সাহেবের মতে বর্ত্তমান রামটেক-ই রামগিরি। নাগপুরের কিছু উত্তরে অবস্থিত। আধুনিক গবেষণায় জানা গিয়াছে মধ্যপ্রদেশের রামগড় পর্বত ই রামগিরি। ইহা নর্মদার উৎপত্তি স্থান অমরকূটের নিকট অবস্থিত।"

সর্ব্বংসহা সম-মাতৃক মেদিনী

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা জাগে কি সুখে মেদিনী
সৃজন করিয়াছিল সংখ্যাতীত প্রাণী—
লক্ষকোটি জীব, যারা ক্ষুধায় কাতর !
হিংস্র দ্বেষী লোভাতুর, হিংসি পরস্পর—
আপন প্রাধান্যে চাহে আপনি বাঁচিতে,
অন্য সবে বশে রাখি সদা পদানতে।
কি সুখ তাহার এই অধম সন্তানে
আহার আশ্রয় দানি জীয়ন্তে মরণে ?
ক্লেদ গ্লানি পুতিগন্ধে যারা সর্বক্ষণ—
সুন্দর ধরারে করে কদর্য্যে পীড়ন !
মল মূত্র নিষ্ঠিবন যত কদর্য্যতা—
মৃত ও গলিত শব দুর্গন্ধময়তা
আপন আবাস হ'তে ধরা বুকে আনি—
অকাতরে ফেলে দেয় যেন নাহি জানি,
ধরিত্রীর হ'তে পারে কিছুমাত্র ক্লেশ,
অন্যেরও হ'তে পারে অনিষ্ট অশেষ।
তবুও ধরিত্রী দেবী অম্লান বদনে
তাদেরে সন্তান মানি বহু ক্ষমা গুণে,
জড়ায়ে ধরিয়া রাখে আপনার বুকে—
জন্মলগ্ন হ'তে তার মৃত্যুপথ মুখে।

এত অত্যাচার গ্লানি এত নিপীড়ন
জননী ধরিত্রী তবু প্রসন্ন বদন—
অকাতরে সয়ে যায় যুগ যুগ ধরি
অত্যাচারী সন্তানেরে শত ক্ষমা করি।
যবে তাঁর অযাচিত বদান্য সম্ভার—
কাড়াকাড়ি করি সবে করে অধিকার,
আত্মলাভ হেতু সদা করে হানাহানি,
আপন প্রাধান্য তরে অন্যেরে না মানি—
তখন ধরণী বুঝি অতি দুঃখ ভরে
অগ্ন্যুৎপাত ঘূর্ণি বন্যা ভূমিকম্প করে!
মহামারী বিসূচিকা দুর্ভিক্ষ প্রকোপ
সহগামী হয়ে ধরে মারাত্মক রূপ।
সুখের ধরণী বুকে যুদ্ধ যবে বাঁধে—
হেরি সেই ঘৃণ্য দৃশ্য নীরবে সে কাঁদে।
অপ্রসন্ন চিত্তে ভূমি শস্য হরি লয়
নিরন্ন দুর্ভিক্ষ ত্বরা করায়ে উদয়।
কিছুকাল ধরি ভবে তাহার প্রভাবে
অনাহার হাহাকার নেমে আসি ভবে—
মৃত্যু মহামারী পথে ধরে নেয় কত
মৃত্যুর করাল গ্রাসে ধ্বংসলীলা মত।
তাহার প্রভাবে ভীত ত্রস্ত নরগণ—
সভয়ে সন্ত্রাসে ভুলি হিংসা অকারণ,

ক্ষণিক ভুলিয়া যায় আত্ম হানাহানি
থমকি দাঁড়ায় পুনঃ ভুলি হিংসা গ্লানি।
ক্ষণতরে ভুলে যায় হিংসাদ্বেষ লেশ
হিংসান্তে ভোগান্ত শেষে দুর্গতি অশেষ।
তখন মেদিনী পুনঃ আপন সন্তানে
শ্রান্ত ক্লান্ত সর্বস্বান্ত হেরিয়া নয়নে—
সবারে দেখিয়া পুনঃ দ্বন্দ্ব লেশহীন,
পর্য্যুদস্ত ক্ষুধাক্লিষ্ট বিষন্ন মলিন—
আপন অন্তর জাত স্নেহসুধা দানে—
ধরাবুকে শস্যকণা ভারে ভারে আনে।
জগৎ ভরিয়ে দেয় প্রাচুর্য্য আবেশে
অলক্ষ্যে কখন গেহে লক্ষ্মী আসি পশে
শিশু বৃদ্ধ যুবা নারী আপনার ঘরে—
খুশীতে ভরিয়া উঠে প্রাচুর্য্য সম্ভারে।
দিকে দিকে যেন জাগে মহা মহোৎসব
প্রবাহিত হয় পুনঃ শান্তির সৌরভ।
জননী মেদিনী যেন থাকিয়া তফাতে,
সবারে বুঝায়ে দেয় স্নেহ আঁখিপাতে—
হিংসাদ্বেষ হানাহানি নিষ্ফল ভুবনে,
যাহার চরম ফল কালে ধ্বংস আনে।
অলক্ষ্য ইঙ্গিতে বুঝি সদয়া মেদিনী,
সবারে বুঝায়ে দেয় মহাসত্যবাণী—

"মূঢ় ওরে দম্ভকারী নীচ স্বার্থপর
ধরণী একার নয় সবার এ ঘর।"

সন্তান ও জননী

সন্তান কামনা—
নারীর অন্তর মাঝে করে আনাগোনা।
তাইত তাহারা—
শত কষ্ট সয়ে আর হ'য়ে আত্মহারা,
দেয় যে পাহারা তারা সন্তানের গণে
একান্তে অন্তর মাঝে স্নেহের বন্ধনে।
সেই সে সন্তান—
কল্পনার কল্পলোকে ছিল যার স্থান
কে জানে কখন সে যে হইয়া সদয়—
জননীর মনোমাঝে হইল উদয়।
তারপরে কালে—
সর্ব্বজন চক্ষু হ'তে দূরে অন্তরালে
জননীর দেহ রস লভি অনুক্ষণ—
রক্ত মাংস হাড় চর্ম দেহের গঠন,
হৃদয় স্পন্দন সহ ধমনী সকল—
অবিকল অনুকৃতি লভি অবিকল,

মায়ের আহার্য্য হতে লভি সার ভাগ,
অধিকার করে নিল জননী সোহাগ।
তারপরে কালে—
দশমাস দশ দিন থাকি অন্তরালে,
নিপীড়ি জননীগণে প্রসব ব্যথায়
উদয় হইল শিশু ধূলার ধরায়।
শিশুর সে মুখ—
জননী হৃদয়ে দিল কোটিকল্প সুখ।
এত কষ্ট এত ব্যথা এত দেহ গ্লানি
শিশুমুখ হেরে মাতা ভুলিল তখনি।
অধিকার বলে—
জননী হৃদয় শিশু রাখিল দখ'লে।
যত স্নেহ যত প্রীতি যত ভালবাসা
শিশু ও জননী হৃদে করে যা'য়া আসা।

নারী

নাহি তব অরি!
একথা ভেবে কি চিতে প্রেমিক পূজারী-
রাখিল তোমার নাম এই বিশ্বোপরি?
দু'আখরে ঝঙ্কারিয়া ধ্বনিল সে নারী!

অসীম ধারণ শক্তি দেহমন ভরি,
এ জগতে ধরা সাথে তুলনা তোমারি—
তথাপি অরাতিমুক্ত নহ তুমি নারী।
উদ্দাম উদ্বেল বেগ যবে আসে পাশে
আপনা আপনি দ্রবি আপনা বিনাশে।
সৃষ্টি স্থিতি ধৃতি গুণে ক্ষমা ও মহত্বে—
সমুদ্রে মেখলে বিশ্বে নিয়ত নবত্বে—
তোমার মহিমা ব্যাপ্তি অসীম অতুল,
ওহে নারী কেবা আছে তব সমতুল ?
মাতৃরূপে স্নেহ ধনে পত্নীরূপে প্রেমদানে—
কন্যারূপে অভিমানে নাহি কেহ কোনখানে—
স্নেহ ও মমতাগুণে, তব সমতুল—
তোমার মহিমাগুণে তুমিই অতুল।
আপন অন্তর ঝরা স্নেহের গলিত ধারা—
শিশুমুখে পয়োধারা তোমারি ত দান—
সন্তান সৃজনী গুণে তুমিই মহান।
তোমারে হে নারী !
সৃজন প্রভাত হ'তে রাখিয়াছে ঘিরি—
অসংখ্য নরের দল যুগযুগ ধরি।
তোমারি কল্যাণে—
ভবে সে রচিল গেহ, এল গৃহ পানে।
সেই হ'তে আজো—
অন্তরে অন্দরে তুমি নরের বিরাজো।
১।৪।৭০

সর্বগ্রাসী করাল মৃত্যু

মৃত্যু তুমি কেমন তর !
যাকে খুশী তাকে ধর
শিশু যুবক বৃদ্ধতর
না করি বিচার—

তোমার হাতে পড়লে পরে
প্রাণের ভয়ে প্রাণেই মরে,
কে তাহারে রক্ষা করে ?
ভাবি আপনার !

কঠিন তোমার হৃদয় জানি,
করাল তোমার বদন খানি,
জগৎ জোড়া মৃত্যু তোমার
নিঠুর অধিকার—
বিয়োগ ব্যথার বিধুরতায়
তুমি নির্বিকার।

অবোধ শিশু পড়লে জলে—
খেলার ছলে আপন ভুলে—
কেমন করে মৃত্যু তুমি,
তাকে কোলে নাও !

শোকে কাতর পিতামাতা,
শোনে না যে কারুর কথা—

করুণ প্রাণের আকুলতা
কেন তারে দাও !
কত আশা শিশুর বুকে—
পিতা মাতার স্নেহে সুখে—
থাকবে নিতি চোখে চোখে—
স্নেহে সমধুর—,
কোন পরাণে মৃত্যু তুমি !
কচি শিশুর বদন চুমি !
নিয়ে গেলে অতল জলে—
যেথা মৃত্যুপুর !
মায়ের কোলটি খালি করে
নিলে বহুদূর—
নিয়ে গেলে ধরা হ'তে
শিশু সুমধুব !

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অচ্যুতানন্দ গোবিন্দেব জ্যেষ্ঠপুত্র (৯ বৎসব) বিশ্বজিতের জলডুবি মৃত্যুর পর কলিকাতা আর. জি. কর হাসপাতালে।

পুতুল

বলিতে পারি না আমি এ বিশাল ভবে
খেলার পুতুল গড়া হ'য়েছিল কবে।

নরের আকৃতি আছে আছয়ে বানর—
সিংহ হাতী মহিষাদি খরগোশ শূকর।

প্রকৃতির সৃষ্ট জীব যারা ধরা বুকে—
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চরে মহাসুখে,
অথবা পাহাড় বৃক্ষ ফুল ফলচয়—
খেলার পুতুলে আছে সব পরিচয়।

প্রাণঘাতী বিষধর হিংস্র জন্তু যত—
পুতুলের রূপ ধরি গৃহেতে সতত—
সুখেতে বিরাজ করে শিশুগণ সনে,
পুতুল খেলায় শিশু হরষিত মনে।
মানব শিশুর ইহা প্রিয় অতিশয়
সমভাবে সমাদৃত সর্ব বিশ্বময়।

যে রচিল এ পুতুল সেই আদিকালে—
হয়ত রচিয়াছিল সৃষ্টির খেয়ালে।

মানবের অন্তরের সৃষ্টির খেয়াল—
সৃজনী প্রতিভা গুণে ধরি কতকাল—
পুতুলে বিকার লভি লভিল জনম,
জীবন্ত সৃষ্টির মাঝে ঘটায়ে বিভ্রম।

যবে হ'তে নরশিশু জননী হৃদয়—
আঁকড়ি ধরিয়া ভবে হইল উদয়—
হয়ত তখন হ'তে শিশুখেলা সাথী
ছিল বন্য পশুপাখী, যার সাথে মাতি—

কাটাত সে ক্রীড়াকাল জননী বিহনে,
তাই বুঝি পশুপাখী পুতুল কল্যাণে—
রয়েছে আজিও সব শিশু খেলাঘরে—
আদি প্রথা, ছিল যাহা শিশুকুলে ঘিরে।

শিশুর সংসার

শিশুর খেলাব ঘর—
ছোট তার অন্দর,
ছোট হাতে সাজায় সে—
ইটগুলি পর পর।
হঠাৎ যে দেখি,
শুয়ে আছে এ কি!
অন্দরে পুতুল শিশু
অ-লসিত মনে—
শিশুকর বিরচিত
তৃণ শয্যাসনে।
শিশু তার খেলা ঘরে
পুতুলেরে ঘিরে ঘিরে—
শিশুমন স্নেহ ডোরে—
স্নেহের বন্ধনে,

খেলার সংসার ঘর
সাজায় যতনে।
ক্রীড়াশিশু সংসারের
না বুঝি বেদন—
পুতুল শিশুরে কত
করিছে যতন।
কিন্তু যবে এই শিশু
শিশু-পিতা হ'বে—
নির্ভাবনা সারল্য কি
থাকিবেক তবে ?
অথবা শিশুর ইহা
ভাবী ইঙ্গিত
সেও যে সংসারী হ'বে
ইহা সুনিশ্চিৎ।

বন ভোজন

হে বন ভোজন ! তোমা, হে বন ভোজন
আজিও সাদরে সবে করিছে বরণ।
ক্ষুধামূলে যে সৃজন হ'য়েছিল ভবে
সৃষ্টিমূলে সে ক্ষুধাই আপন প্রভাবে

তাড়িত করিয়াছিল সৃষ্ট জীবগণে
সেই আদিকালে বনে আহার্য্য সন্ধানে।
তাইত মানব সেই সৃজন প্রভাতে—
বনাশ্রয়ে রয়েছিল সর্ব জীব সাথে,
খুঁজিয়া সে বনাঞ্চলে আহার আশ্রয়
সেইকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্ববিশ্বময়।
তারপরে কত কাল হয়ে গেল লয়
কতবর্ষ শতাব্দীর যুগান্তের চয়।
তথাপি মানব মনে আদিম প্রবৃত্তি
আদিম আশ্রয় বাস আহারের প্রীতি,
আজিও বিরাজ করে অন্তর মানসে ;
তাইত মানবগণ কার্য্য অবকাশে—
আজিও উদ্যানে চলে বন ভোজ আশে,
আদি ভাব অনুস্মরি অন্তর মানসে।
বন ভোজ নাম তব যদিও বা আজি,
কোথা সেই অতীতের ঘন বনরাজি !
কোথা সে বিহগকুল শ্বাপদসঙ্কুল
বনানীর ভীতিময় হিংস্র জীবকুল ?
সেই পরিবেশ যাতে একদা তাহারা
আহার বিহার বাস জীবনের ধারা,
রচিয়া চলিয়াছিল অরণ্য জীবনে
যার রেশ আজো মিলে এ বন ভোজনে।

তারপরে বহুকাল হ'য়ে গেল লয়
মানব সভ্যতা-সূর্য্য হইল উদয়।
ক্রমশঃ মানব জাতি সভ্যতা সোপানে
আরোহিল জ্ঞানে গুণে সাহিত্যে বিজ্ঞানে-
নগর নির্মাণে তথা যুদ্ধ অভিযানে
সমাজ কল্যাণমুখী রাজ্য প্রশাসনে।
আজিও চলিছে তারা অত্যুগ্র আগ্রহী
সমধিক উন্নতির হইয়া প্রয়াসী।
মানব বুদ্ধির বল বুদ্ধির প্রাখর্য্য—
ধরায় ঢালিয়া দিল সভ্যতা ঐশ্বর্য্য।
ধীরে ধীরে প্রাচীনের সুদূর অতীতে
সুসভ্যতা দেখা দিল কখন চকিতে।
সে দিনের সেই কথা নাহি কারো মনে,
যদিও তাহারি ফলে সমাজ বিজ্ঞানে—
নগরের হর্ম্যরাজি সহর যতেক,
কারুময় রাজপুরী রাজ অভিষেক—
লভিল গৌরবময় শাসন আসন,
সভ্যতার সাথে সাথে সমাজ বন্ধন।
ধীরে ধীরে গড়ে উঠে কত রাজ পথ,
দিকে দিকে ধেয়ে চলে বিজয়ের রথ।
বহু দিনে বহুশ্রমে বহুকাল পর
ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে সুসভ্য নগর।

বহু শিষ্ট আচরণ বহু বেশ বাস
আরাম আয়াস তরে বহুল প্রয়াস—
বহুল জ্ঞানের রাজ্য বহুল বিস্তর,
বিশ্বময় সভ্যতার রচি বহুস্তর।
গর্বোদ্ধত হ'ল কেহ কেহ বা চিন্তিত
স্বীয় আবিষ্কারে পুনঃ কেহ বা বিস্মিত
চলিল সম্মুখ পানে গরীয়ান্ মনে
বনবাস ত্যজি নর নগরের পানে
তথাপি আদিম ভাব আদিম প্রবৃত্তি
জনমনে আনে নাই চরম নিবৃত্তি।
সে দিনের বনবাস আস্বাদন ফলে
আজিও ছুটিছে নর বনানীর কোলে—
ছুটিছে আজিও তারা উপবনচ্ছায়,
ছুটে চলে সুদূরস্তর পাহাড় চূড়ায়।
তাইত সহর বাসে অতিষ্ঠ এ মন
অনুবন প্রান্তে করে সে বন ভোজন।

সৃষ্টিক্ষুধা বিতাড়িত ভগবান নিঃসঙ্গতা পরিহারার্থ বলিয়া উঠিলেন—'একোঽহং হু স্যাম্'। উপনিষদ।

—আমি এক হইতে বহু হইব।

পৃথিবীর ধন

পৃথিবীর ধন—
চিরতরে কারো করে থাকে না কখন,
যখন যাহারে বরে, তখন তাহার তরে
সুখ শান্তি দিয়ে করে আকণ্ঠ পুরণ।
পৃথিবীর ধন,
স্বেচ্ছাধীন গতি তার বারিধি যেমন।
মণি মুক্তা হীরা ভরা খনিসহ সসাগরা—
ধরিত্রীরে যদি বশ করে কোন জন;
তাকেও হইতে হবে রিক্ত ধন জন,
তাকেও বরিতে হ'বে নিঃসঙ্গ মরণ।
পৃথিবীর ধন,
যুগে যুগে কালে কালে করে আকর্ষণ,
সর্ব দেশে সর্বকালে মানুষের মন।
অসীম ঐশ্বর্য্য পেয়ে দম্ভে যারা চলে ধেয়ে—
ধরায় তাদের চেয়ে সুখী সেই জন,
দিন আনে দিন খায় সুস্থ দেহ মন,
অঋণী ও অপ্রবাসী, শাকান্ন ভোজন।
পৃথিবীর ধন
নিরাসক্ত জনে লুব্ধ করে না কখন।

অন্ধ মাতৃত্ব

বন্ধ নয়না অন্ধ মাতার
প্রেম ত অন্ধ নয়,
তাইত তাহার হৃদ্‌পারাবার—
সন্তানকামী হয়।
জগতের শোভা অতি মনোলোভা
পায় না দেখিতে আহা!
তথাপি তনয় তনিমা-লাবণি
দেখে সে পরশ-বহা।
যে ছিল জঠরে দশ মাস ধরে
হৃদয় অন্তঃপুরে,
ধরার আলোয় পাইয়া তাহারে
দৃষ্টি ফিরিবে কিরে!
নহে নহে নহে, নহে তা' কখন—
অন্ধ যে তার আঁখি,
তথাপি সে তার স্নেহ সুধাধারে
তনয়ে পুষিবে না কি?
তার মন প্রাণ স্নেহে ম্রিয়মান—
নাড়ী ছেঁড়া ধন লাগি,
দেহ লাবণ্য দেখিবার তার
নহে-সে পুণ্য ভাগী।

বিধি তার বাম, দর্শনারাম—
নাই যে কপালে তার,
তথাপি তনয় প্রেমপ্রীতিময়
হৃদে ধরি বার বার,
স্নেহবিগলিত স্বকর চালিত
অনুভূতি অনুসারে—
আপনার প্রেমে নব অনুরাগে
নবভাবে অনুস্মরে।
অনুভবি মনে সিক্ত নয়নে
মিটায় দৃষ্টি ক্ষুধা—
বন্ধ নয়না অন্ধ জননী
ঢালি অন্তর সুধা।

বোধ

ছোট শিশু পয়সা তরে ধরে কত বায়না
না বুঝে অবোধ শিশু, বুঝিতে সে চায়না।
সোহাগের দাবী তার যবে ব্যর্থ হয়
কান্নার মাধ্যমে সে তা পুনরায় কয়।
বিরক্তির ভরে মাতা শিশু গণ্ডোপরে
শাসন আঘাত হানে আপনার করে।

পাইল দামাল শিশু শাসন আঘাত
তথাপি কাঁদয়ে শিশু জননী সাক্ষাৎ।
অবশেষে স্বেদসিক্ত ক্লান্ত শিশু হেরে
জননীর স্নেহসিক্ত হৃদয় বিদরে।
নাড়ীছেঁড়া ধন সে যে শিশু সুকোমল
আধো আধো বোলে তার এতই কি বল ?
স্নেহের অদৃশ্য ডোর অদৃশ্য বন্ধন
স্নেহভরে গলে গেল জননীর মন।
আপন তনয় কাছে পরাজয় মানি—
শিশু হাতে দু'পয়সা দিলেন জননী।
পয়সা পেয়ে ক্লান্ত শিশু আনন্দে মগনি—
কত যে খুশীর বশে ভুলি দুঃখ গ্লানি—
সুধীরে ঢলিয়া পড়ে নিদ্রাদেবী কোলে
পয়সা দুটি খসে পড়ে হস্তমুষ্টি খুলে।
বিগলিত বিস্ফারিত বিস্মিত জননী
নিমেষে বুঝিল তার তত্ত্ব অর্থখানি—
"সৃষ্টির প্রবাহে নর শিশু বই নয়,
যা' কিছু আঁকড়ি ধরে আপনার কয়,
কালে তাহা ধীরে ধীরে চক্ষের আড়ালে—
শিশু মুষ্টি পয়সা সম খসে তা' নিরালে।
যত বজ্রমুষ্টি তার যত কঠোরতা—
নিমেষে মিলায়ে যায় আসে শিথিলতা।"

বোকা বাবার খোকা

খোকা বলে, "বাবা তুমি এতই কেন বোকা !
অকারণে ডাকছ আমায় নামটি ধরে 'খোকা' ?
নেই কো জানা ঠিক ঠিকানা কি নাম আমার ছিল,
ছিলাম কাহার গৃহকোণে, কে বা যত্ন নিল।
কোন ফাঁকেতে ফাঁকির ফাঁকে তাকে ছেড়ে আমি
কেমন ক'রে তোমার ঘরে এলেম কবে নামি !
এইত আমার হয় যে মনে, মহাকালের কোলে—
ছড়িয়ে আমি রয়েছি এক রহস্যময় ছলে।
কাল প্রবাহ যেমন চলে তেমন চলি আমি—
যাহার প্রাণে শিশুর ক্ষুধা তাহার হৃদে নামি,
একটুকু স্থান করিয়া লই কতেক দিনের তরে;
তার পরেতে লীন হ'য়ে যাই মহাকালের ঘরে।
এই যদি মোর দশা বাবা, তবে কেন নামে
ডাকছ আমায় বিশেষ করে, কি আছে তার মানে ?
অনন্ত এই কালের স্রোতে যত জীবন ধারা
আসা যাওয়ার পথে ঘুরে হ'য়ে আত্মহারা।"
বাবা বলেন, "ক্ষণিক তরে ঘটে যে বিরাম
তাহার তরে বিশেষ ক'রে রাখতে যে হয় নাম।"

প্রতিভূ

চলিনু যে দূরে, রহিল কে ঘরে, আমিই যে নাই !
দূর পথে যেতে, ইহা মনে হ'তে, ভাবিত হইনু তাই।
হইল খেয়াল, রচি মায়াজাল, ঘরে আছে ছেলেমেয়ে
প্রতিভূ আমার, সন্তান আর অতি অনুকৃতি হ'য়ে।
মম স্থান তারা, করিল যে ভরা, আমারি সত্ত্বা নিয়ে
আমারি তনয় ভরিয়া রাখিল, ঘরেরে পূর্ণতা দিয়ে।
আমি দূরে গেলে, আমারি তনয়, ধরে যে সংসার হাল
আপন সন্ততি, আত্ম অনুকৃতি, হ'ক না সে মায়াজাল।

সাঁইথিয়া ষ্টেশন, রাত্রি ২টা।

বিজ্ঞানবিস্ময়

আজি কি ভাবিতে পারি সে অতীতকাল
কিরূপ ছিল যে নর-শৈশব-সকাল !
দূরান্তের পথ আজি ভ্রমি দ্রুত ট্রেনে
পৃথিবী আবর্ত্তি ক্ষণে শূন্যগ বিমানে।
মনোগতি প্রায় গতি চলে যে রকেট,
তার বলে করে নর দূর-গ্রহ ভেট।

অতল সমুদ্রতলে কি আশ্চর্য্য রয়—
বিজ্ঞান বলেতে নর সে সন্ধান লয়।
কাষ্ঠ-তাম্র-ধাতুজাত জলযান যত—
দুস্তর বারিধিবারি তরে অবিরত।
কি ভীষণ মারণাস্ত্র পরমাণুজাত—
নিমেষে বিশাল দেশ করয়ে বিক্ষত।
দূরান্তের ক্ষীণ বার্ত্তা নিমেষে পলকে
দিকে দিকে পৌঁছে দেয় বিদ্যুৎ ঝলকে।
আদি দশা হ'তে আজ কত ব্যবধান!
বিস্ময় জাগায় মনে বিজ্ঞানের স্থান।

বিজ্ঞান বিজিগীষা

অসংখ্য জিজ্ঞাসা ভবে—
কবে হ'বে, কবে হ'বে, তার অবসান!
মর্ত্ত্যের মানবজাতি গ্রহ গ্রহান্তর খুঁজি
নবীন আবাসভূমি করিছে সন্ধান।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হ'তে দূর গ্রহান্তের পথে
জিগীষু মনীষা তার ছুটে চলে অনিবার
জিজ্ঞাসু আবেশে—

যদি কোথা মিলে যায়, যদি কোথা দেখা পায়—
মর্ত্ত্যধর্ম্মী জীব কিছু দূর প্রতিবেশে।
সুরলোক স্বর্গপুরী কল্পিত সুখের স্থান,
নরক নির্ম্মম ক্ষেত্র নিপীড়য়ে পাপী প্রাণ—
ইহা কি কথার কথা, কল্পনার বিলাসিতা ?
হয়ত বিজ্ঞান তাহা করিবে সন্ধান,
সত্য কিংবা মিথ্যা ইহা কিবা অনুমান।
আরক্ত জ্বলন্ত রবি শীতল চন্দ্রমা সবই
বিজ্ঞানব্রতীর কাছে করিবে প্রকাশ—
কিরূপ স্বরূপ তার, কেন জ্বলে অনিবার
অন্তর ; বাহিরে তার আলোর প্রকাশ।
অন্তহীন দিগন্তের দূর সীমানায়—
কোথা কোন্ গ্রহ চলে, কোন্ উপগ্রহ জ্বলে,
কোথা বা নক্ষত্রচয় জ্যোতিষ্ক নিচয়—
কোন্ কক্ষপথে চ'লে ? কোন্ গ্রহে প্রতিপালে ?
মানব বিজ্ঞান বলে ক'রে আবিষ্কার—
জগতেরে নব জ্ঞান দিবে উপহার।
অন্তহীন মহাকাশ ! নাহি ভয় নাহি ত্রাস !
নভলোকে ছুটে নর জ্ঞান অন্বেষণে—
জ্ঞান বলে শ্রেষ্ঠ নর সৃষ্ট জীবগণে।
বিজ্ঞ নর বিজ্ঞানেরে স্বীয় বশে এনে
বিজ্ঞান-বিস্ময় সৃষ্টি করিছে ভুবনে।

চির জাগ্রত

নিশীথ সুপ্তি নামিয়াছে ধীরে
অর্দ্ধবিশ্বময়—
অর্দ্ধবিশ্ব জাগিয়া বিচরে
সুপ্তিরে করি ক্ষয়।
এথা জীবগণ নিজ্জীব প্রায়
সুপ্ত ধরণী তলে—
দিনান্ত শ্রমের ক্লান্তি বিনোদে
গভীর নিদ্রাকোলে।
ওথা জীবগণ উৎসাহীমন
উষারে উষারে বরণ করে—
নিজ নিজ কাজে নব উৎসাহে
যতনে আঁকড়ি ধরি,
প্রাণপণে সব করি সমাপন
পুনঃ সে সুপ্তি মাগে,
ভাস্কর রহি চির ভাস্বর
দিবানিশি শুধু জাগে।

সম্রাট অশোক

নৃপতি বিন্দুসার—
সাতাশ অব্দ রাজত্ব পরে
ত্যজিলে এ সংসার—
যোগ্য তনয় তাঁর,
অশোক লভিলা সিংহাসন ও
রাজদণ্ড ভার।
শত্রু যাহারা বাঁধাল বিরোধ
প্রতিরোধ সহ পেল প্রতিশোধ.
নিডর অশোক ভয় নাহি মানে
যুদ্ধের অভিযানে,
বিরাট তাঁহার বাহিনী চলিল
কলিঙ্গ রণাঙ্গনে।
শৌর্য্য বীর্য্য প্রতাপ পুষ্ট
অশোক মগধরাজ—
দ্বাদশ বর্ষ রাজত্ব পরে
সাজাল যুদ্ধ সাজ।
দক্ষিণ পাশে কলিঙ্গ দেশে
করিতে জয় ও বশ—
চালাল বাহিনী শঙ্কা না মানি
বিঘোষি আপন যশ।

নিদারুণ সেই দারুণ আহবে
লক্ষ সেনানী হানি,
লক্ষ সৈন্য সামন্ত গণে
বন্দী শিবিরে আনি,—
আরো বহুতর আহত জনের
করুণ দৃশ্য হেরে—
বিধবা রমণী জননী ভগিনী
শোকাতুরা ব্যথা স্বরে—
অশোকের মনে শোক উপজিল
অনুশোচনার বশে।
ব্যথিত হৃদয়ে আপনি আপনা,
ত্যজি চির তরে যুদ্ধ বাসনা—
ভিক্ষু উপগুপ্ত পাশে,
মাগিলা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা,
লভিলা মহান প্রেমের শিক্ষা
লভিলা ধম্মপদ,
জীবে দয়া আর অহিংসা মন্ত্রে
সেবিলেক জনপদ।
'সর্ব্ব জীবে সম দয়া' আর সমান ব্যবহার
'অহিংসা পরম ধর্ম' মন্ত্র করিয়া অঙ্গীকার-
প্রেম-প্রীতি আর মৈত্রীর বাণী
শিলা লেখে ক'রে দিলে জানাজানি,
পথে প্রান্তরে গুহা দ্বারে দ্বারে—

রাজপথ ধারে আনি,
সন্তানসম পালিলেক প্রজা
বিলায়ে প্রেমের বাণী।
বুদ্ধের বাণী করিলা প্রচার
দিকে দিকে দেশে দেশে,
ত্যজি চিরতরে যুদ্ধ বাসনা
ধর্মরাজ্য করিলা স্থাপনা—
ধর্মবিজয়োদ্দেশে।
যাভা সুমাত্রা বোর্নিও আর
সিংহল ব্রহ্মদেশ,
মিসর সিরিয়া ম্যাসিডন আদি
নেপাল তিব্বতেশ—
লভিলা মহান বৌদ্ধধর্ম
মহা নির্ব্বাণ পথ—
'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংজ্ঘ…'
মুক্তি মন্ত্র রথ।
মহাচীন ও জাপান সাদরে
পুণ্য বুদ্ধ বাণী,
ভক্তি নম্র হৃদয়ে সাদরে
বরিলা শ্রদ্ধা মানি।
রাজ্য বিজয় ত্যজিলা অশোক
ধর্ম্ম বিজয়ে মন—

জন মন মাঝে তাই আজো রাজে
তোমার সিংহাসন।
ধর্ম্মরাজ্য বিজয়-কেতনে
হে বীর সম্রাট আজো—
পূতকৃতি আর স্মৃতিকথা মাঝে
চির জীবন্ত রাজো।
ধর্ম্মচক্র অশোকস্তম্ভ
সারনাথ স্তূপ 'পরে।
ত্রিমূর্ত্তি বিক্রমে তব জয়ধ্বজা
রাজে উন্নত শিরে।
জম্বুদ্বীপ এ ভারতবর্ষ
অধুনা ভারত নাম,
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রিয়
প্রেমের মূর্ত্ত ধাম—
লভিলা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র
মিথ্যারে কশা হানি,
লভিলা 'অশোকচক্র প্রতীক'
ত্যাগ ও সত্য বাণী।

শিবাজী

বিস্ময়ে ভাবি মারাঠী শিবাজী মাওয়ালি নেতৃবর।
দাদাজী কোণ্ড শিষ্য তুমি হে কত না প্রতিভাধর।
শাহজী ভোঁসলে তনয় তুমি হে জীজাবাই সন্তান—
অশ্ব অস্ত্র সৈন্যচালনে দেশহিতে মহীয়ান।
শিবনের গিরিদুর্গ-প্রাকারে লভিলে জনম তুমি
গৈরিক রংএ স্বস্তি পতাকা করিলে মনন ভূমি।
তারি ছায়া তলে লয়ে দলে দলে মাওয়ালির বীরগণে
বিদ্বেষী তব রাজ-অরিসনে জিনিলে কঠিন রণে।
দলিত মথিত শৃঙ্খলীকৃত জনমি ভারতবর্ষে—
নবদিগন্ত দেখালে তুমি হে শৌর্য্যে বীর্য্যে হর্ষে।
স্থাপিলা শিবাজী স্বাধীন রাজ্য স্বাধীন সিংহাসন
মুঘল পাঠানে জিনি বহু রণে, লভিলে রাজ্যাসন।
ছলে বলে আর কৌশল-শূলে তোমায় করিতে নাশ
ধর্মান্ধ ও দ্বেষী ঔরংজেব করিল কু-প্রয়াস।
ফলে নাই তার কোন ছলাকলা মিথ্যা বেসাতি যার—
কঠোর পাঞ্জা লড়িয়াছ তুমি তার সাথে বার বার।
স্বাধীন রাজার সম্মান দিতে দিল্লীর দরবারে—
ছলামন্ত্রণে নিলে তোমা সেথা, দিলে কারাগারে পুরে।
করিল চাতুরী অতি বাহাদুরী সপুত্র তোমায় ধরে,
স্বাধীনতা পণে মুক্তি-পূজারী শঙ্কা মানিবে কিরে ?

তাই ত তোমার বোধ ক্ষুরধার সে ছলা ব্যর্থ করি
ফলঝুড়িমাঝে রাজি ফল সাজে আসিলে স্বদেশে ফিরি।

ধূর্ত্ত নিঠুর হিংস্র ঔরং, ক্রোধ গ্লানি ক্ষোভ বশে—
'পার্বত্য মুষি' অভিধা তোমায় দিলেক ব্যঙ্গে শ্লেষে।

ছলময় সেনা আফজল যবে শাণিত অস্ত্র নিয়ে—
এল তোমাপানে সন্ধির ভানে তোমাকেই কোল দিয়ে—
করিতে হত্যা, হত্যা করিয়া সমূলে ধ্বংস করি—
লইতে তোমার সকল দুর্গ সকল রাজ্য হরি।

তুমি সুচতুর বুঝিলে চতুর ছল পিরীতির রীতি
বাঘনখা কৃত প্রতিঘাতে তারে দানিলে পুরস্কৃতি।

বিদ্বেষী তব ছিল যে সম্রাট, রাজা ও সেনানী যারা—
বিব্রত সবে বিমূঢ় করেছ শৌর্য্য বীর্য্য দ্বারা।
প্রতিভা তোমার, অধ্যবসায়, একান্ত দেশপ্রীতি—
মাতৃমুক্তি মন্ত্রে দীক্ষা ভক্তি গুরুর প্রতি—
সর্ব্বধর্মে সমান শ্রদ্ধা দৃপ্ত বুদ্ধি বল—
রাজিছে আজিও সবার মানসে জাগায়ে কৌতূহল।

গুরু রামদাস ভিক্ষা মাগিলে তব রাজদ্বারে এসে—
নিওজি চরণে রাজ্য ও আপনে, চলিলে ভিখারী বেশে—
দ্বার হ'তে দ্বারে, পুর-প্রজা ঘরে, মুষ্টি ভিক্ষা তরে—
প্রমাদ গণিল প্রজারা তাদের দেখিয়া রাজারে দ্বারে।

প্রজার স্বার্থে রাজার অর্থ, রাজার রাজ্য ভার,
পূত যে সত্য দেখালে শিবাজী! তুলনা কোথায় তার?

স্বদেশ স্বজাতি প্রীতির প্রতীক শিবাজী সুমহান।
স্বস্তি-প্রতীক স্বাধীনতা তব গাহিছে বিজয় গান।
তব সে সাধনা তব আরাধনা সাফল্য দুর্নিবার—
প্রজার স্বার্থে রাজ্য চালনা, শত্রু মর্দ্দিবার—
লৌহ-কঠিন পণ মন ধৃতি, ত্যাগ প্রীতি মহীয়ান—
নবরূপে আজি উঠুক বিরাজি লভিয়া ভারত-প্রাণ।

জয়তু নেতাজী

নেতাজী সুভাষ!
শৈশব সকালে তুমি করিলে প্রকাশ
আপন অন্তরজাত আবেগ প্রাণের ;
দেশের আর্ত্তের তরে নিঃশেষে দানের
আত্মস্বার্থ আত্মপ্রাণ সর্বব আত্মাহুতি—
আপন আহার্য্য দানে ভিখারীরে নিতি।
স্নাতক বিদ্যার্থীরূপে দেখালে প্রমাণ—
অত্যাচার অবিচারে গ্লানি অপমান—
অসহ্য ও প্রতিরোধ্য, হ'ক সে হাজার—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বিদেশী রাজার।

স্বাধীন চেতনা তব বৈশিষ্ট্য নিজের,
দুর্লঙ্ঘ্য দৃঢ়তা যেন বশিষ্ঠ দ্বিজের—
দেখালে সে দিন তুমি ত্রিপুরী সভায়,
কংগ্রেসের নেতৃপদ ত্যজিয়া হেলায়।
শাসকের রুদ্ররোষ পুলিশী পীড়ন,
তোমার দেশাত্মবোধ করিতে দমন—
পারে নাই কোন কালে কোন ছলে বলে—
কারা অন্তরালে কিংবা বন্ধনে শৃঙ্খলে।
অন্তরণ অবরোধ হ'তে হে কৌশলী—
অলক্ষ্যে চলিয়া গেলে নিক্ষেপিয়া ধূলি—
সশস্ত্র সান্ত্রীর চোখে, রুদ্ররোষ পানে,
যাহারা ভাবিতেছিল নিপীড়ন বাণে—
তোমার জীবনী শক্তি করিয়া হরণ—
চিরস্থায়ী করি লবে দিল্লী-সিংহাসন।
সে সাধে সাধিলে বাদ স্বীয় বীর্য্যবলে
মাতৃমুক্তি তরে গেলে দেশান্তরে চলে।
কাবুল কান্দার ছাড়ি পশ্চিমে জার্মান—
তথা হ'তে মগ্নযানে প্রাচ্যের জাপান।
পঞ্চাশ দিবস যামি সাগরের তলে,
শিহরণ জাগে মনে, ভয়ে কৌতূহলে।
গড়িলে **I. N. A.** তথা স্বীয় বীর্য্য বলে—
দেশভক্তি মাতৃমুক্তি প্রতিজ্ঞা সম্বলে।
শাসকের রুদ্ররোষ, সান্ত্রী অস্ত্রপাণি—
আক্রোশে গুমরি মরে শত্রু তোমা মানি।

দুর্দ্দান্ত বৃটিশ রাজ বুঝিল সে বার—
মুক্তিপণ যোদ্ধা তুমি কত দুরবার।

কিন্তু ভয়াতুর যারা লোভাতুর প্রায়
ভিক্ষারূপে স্বাধীনতা লইল ত্বরায়—
আপন স্বার্থের যূপে দেশমাতৃকারে—
অকাতরে দিল বলি অতি নির্বিকারে।

বাম খ্যাতি দিল যারা তোমা বীরবরে,
মুক্তির সংগ্রামে তারা কৌশলে ফিকিরে,
অতি বামোচিত কার্য্য করিয়া সাধন—
দেশমাতৃকার অঙ্গ করিল ছেদন।

হে মহান দেশভক্ত! হে মহা ঋত্বিক্!
মুক্তির সংগ্রামে তুমি আদর্শ প্রতীক।
হে বীর! তোমার কীর্ত্তি, নেতাজী সুভাষ!
অক্ষয় অব্যয় রবে জগতে প্রকাশ।

তোমার বীরত্ব স্বার্থত্যাগ আত্মদান—
কালজয়ী হয়ে রবে ভাস্বর অম্লান।

তোমার বীরত্বগাথা গাহিবে জগৎ
ভণ্ড ছল দেশভক্তে ত্যজি বিষবৎ।

দূর প্রাচ্য হ'তে তব 'দিল্লী চলো' গান—
বৃটিশের রাজতক্ত করে দিল ম্লান।

কদম কদম তালে তব অগ্রগতি—
চলেছে দিল্লীর পানে লালকেল্লা প্রতি।
হে বল্দর্পিত বীর বঙ্গ জননীর!
বরণ করিছে তোমা কোটি নত শির।

নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বস্থর নেতৃত্বে ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামী সৈন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ (I. N. A.) গঠিত হয় এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নেতাজী মণিপুরের ইম্ফল অবধি অগ্রসর হন।

স্যার আশুতোষ

[জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে]

আশু নামে শীঘ্র তুমি তোষ নামে তুষ্ট হও
অকারণে বাধা পেলে অতি রোষে রুষ্ট হও।
বাণী মায়ের বরপুত্র জ্ঞানপূজারী ছিলে তুমি
কর্মকঠোর বিশাল বপু দৃঢ়চেতা চিত্তভূমি।
দেশবাসীদের শিক্ষাতরে ভিক্ষেতেও পেছপা' নও
বাঘা বাঘা সাহেব স্থবা রাজপুরুষে ঘাবড়ে দাও।
অন্তরেতে কুসুম কোমল বহিরঙ্গে ঘোর অশনি
অতি দক্ষ যুক্তিজালে ছুটত তোমার বজ্রবাণী।
ঘরে ঘরে স্নাতক দেবে এই প্রতিজ্ঞা রেখে মনে
স্বীয় জীবন নিয়োজিলে বিশ্ববিদ্যা-পীঠ স্থানে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোলে জাতির শিক্ষা-বেদী মূলে—
অর্পিলে হে আপন স্বার্থ আহরিত জ্ঞানের বলে।
বজ্র কণ্ঠে বিরোধীদের হৃৎকম্প যে হ'ত শুরু
জিহ্বা জড় হ'য়ে যেত, হৃদয় করত দুরু দুরু।
যুক্তিজালে তোমার সাথে এঁটে ওঠা হ'ত যে দায়
থৈই হারিয়ে প্রতিপক্ষ নতিমেনে বাঁচত যে হায়!
'বাংলার বাঘ' আখ্যা তুমি পেলে তব শক্তি বলে—
আজো তুমি আছ যে তাই, রইবে ও তা' ভাবী কালে।
দেশের সেবা জাতির সেবা করলে তুমি বিদ্যাদানে
তোমার কথা রাখবে মনে চিরকালই দেশের জনে।
বিদেশী রাজ হানল যবে তোমার পরে কঠোরতা
সিনেট সভায় গর্জ্জে উঠে করলে তারি বিরোধিতা।*
ফেরুসম ভীরুমনা কুচক্রী রাজপুরুষেরা
ভয়ে জড়সড় হ'ত, কারসাজি সব পড়ত ধরা।
ধন্য পিতার গণ্য ছেলে হে আশুতোষ জ্ঞানে গুণে!
পুণ্য তব কীর্ত্তিকথা দেশবাসীরা রাখবে মনে।
শৃঙ্খলিত দেশেই ছিলে সিংহ পুরুষ সেই সে কালে,
আজি স্বাধীন দেশের কোলে, কোথায় গেল সেরূপ ছেলে?

---

* তৎকালীন সিনেট সভায় বিরোধী Govt. পক্ষের সাথে বাক্‌যুদ্ধের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বলা হ'য়েছিল :—

'করিল বাঙ্গালী বাঘ সিনেটে গর্জ্জন,
ভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে ফেরুগণ।'

সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগ সর্বাধিক সংখ্যক

বাংলা দেশ

অঙ্গ ছেদিয়া বঙ্গেরে যবে করা হ'ল খান খান—
ভাবেনি সে দিন খল ছলাকারী দুর্বৃত্ত শয়তান,
সাম্প্রদায়িক ধুয়া আবরণে স্বধর্মী গণেরে তুষি—
বিধর্মী না পাক কাফের নামেতে অন্য ধর্মীরে নাশি—
অত্যাচার ও শোষণ পীড়নে স্বধর্মী স্বজাতে হায়—
পরাধীন ক'রে দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা নাহি যায়।
অসহায় প্রজা নিরীহ শান্ত সংখ্যালঘুরে হানা—
ধনপ্রাণ তার ইজ্জৎনাশে নাহি পেয়ে কোন মানা—
পিশাচ উল্লাস যতই তাহাতে ক্রূরানন্দ যত রয়—
নহেত কভুই শেষ সীমা তার, তাতে আবদ্ধ নয়।
একদা নিজেরি খর তরবারি আত্মজনেরে হানে—
মূঢ় ধর্মান্ধ ক্রূর বিদ্বেষী এ সত্য কভু কি জানে ?
নিষ্পাপ শিশু নিষ্পাপ প্রাণ আশ্রিত প্রজাগণ—
কার পাপানলে দহিয়া মরিছে ? মরিতেছে অকারণ ?
ভীতি বিহবল সংখ্যালঘুর অসহায় নারী প্রাণ—
ক্রূর উল্লাসে পাশব-বিলাসে ক'রে দিল যারা ম্লান,
সন্ধ্যাদীপের আলোকোজ্জ্বল পবিত্র মুখের হাসি—
যারা অকাতরে নৃশংসতা ভরে নিমেষে দিলেক নাশি,
যখন লজ্জা লুণ্ঠিত হ'ল মূঢ় ধর্মান্ধ করে—
কোন বাধা তার, কোন প্রতিকার, কভু কি এসেছে ফিরে ?

কোন প্রতিকার আসে নাই তার, তাই বুঝি আজ তাই—
পঙ্কিল সেই কলুষিত হাত হানিছে আপন ভাই।

সন্ধ্যালোকের আলোক লালিত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
সলজ্জ বধূর স্নেহ সুকোমল বিনম্র বয়ান রাকা—
সভয় চকিত জড়িমা জড়িত অশ্রু সজলা নারী,
হরিল যে পশু তাহার সুষমা, তাহারি নয়ন বারি—
হয়ত নীরব রোষের বহ্নি রচিয়া মৃত্যু ছায়া—
লালস তিয়াসা মিটাতে তাহার ধরেছে বিরূপ কায়া।

পায় কি দানব দেখিতে সত্য, ন্যায়ের শাসন-পানি!
যে ন্যায় শাসন শুদ্ধ আসনে আসীন দানবে হানি?
দিতেইত হ'বে অসুরে দানবে মৃত্যু দ্বারেতে যেতে—
নিরীহ শান্ত অপাপবিদ্ধ আর্ত্ত জনেরে নিতে—
মাথা পেতে ঐ দানবী তাণ্ড'; রুদ্র দহন জ্বালা—
সে দিন অবধি, যে দিন পাপীর বিচারের শুরু পালা।

ধর্ম্মের নামে নিঠুর হত্যা বিধর্ম্মী আখ্যা ছলে—
মহাকাল কভু ক্ষমা করে কিরে মহাপাপী পশু বলে?
নহে নহে নহে, নহে তা' কথন, পশুবলে ক্ষমা নাই—
বিশ্ব বিবেক জানে এ সত্য, জানে না যে পশুরাই।

জননী বঙ্গ ছেদিয়া অঙ্গ ভক্ত তনয় গণে
কুচক্রী চক্র দূর করে দিল নাহি ভেবে কভু মনে—
তরাও মানুষ, তরাও প্রজা, তরাও দেশের প্রাণ—
তরাও দেশের অন্তরজাত স্নেহেরই সুসন্তান।

সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগ সর্বাধিক সংখ্যক

তরাও দেশের সেবক পূজারী তগদ্গত প্রাণ ময়—
তরাও জননী জন্মভূমিরে সেবিতে কৃপণ নয়।
এ ব্রতের এক মূর্ত্ত প্রতীক মুজিবর রহমান—
বলদর্পিত বীরত্ব গর্বে রোধে যে ঘাতক খান।
রোধে যে বিদেশী খান সেনাগণে রোধে যে ঘাতকগণ,
জানে সে মুজিব স্বধর্মী হ'লেও খানেরা আপন নন।

ধাপ্পা চাতুরী ছলা কলা বলে বঙ্গেরে পদতলে—
রাখিতে দুষ্ট ইয়াহিয়া চক্র চাহিল সুকৌশলে।

অত্যাচারিত সবার প্রতীক মুজিবর রহমান—
গভীরে ব্যথিত অন্তরজাত লভিয়া মুক্তিবাণ—
ছয় দফা তার দাবী-তরবার দিলেন খানের হাতে—
বিনা মেঘে যেন বজ্র পতন হইল খানের মাথে।

তাই বুঝি খান ভয়ে ম্রিয়মান *পঁচিশে মার্চ্চ রাত্রি—
লাগাল ঘাতক খান সেনাগনে করিতে মৃত্যু যাত্রী—
স্বধর্মী যাহারা মুজিবপন্থী যাহারা বঙ্গ প্রাণ—
কাফের নামেতে হিন্দু বৌদ্ধের বহাতে রক্ত বান।

পশুবল সব পাশবোল্লাসে দানব বেগেতে চলে—
ভাবে উন্মাদ রচিয়া গরাদ জিনিবেক দেশ বলে।

মুক্তি পূজারী পথের দিশারী স্বাধীনতা কামী যারা,
ভাষা মুক্তিরণে রক্ত সিনানে শহীদ হইল যারা—
তারা বেইমান ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দম্ভে বলে
জানে না পাঠান বাঙ্গালীর প্রাণ মুক্তি-পণে না টলে।

গণ চেতনায় মনোনীত যেই মুজিবর রহমান
শাসন-আসন তাঁহারে না দানি বলা হ'ল বেইমান।
উন্নত শির মুজিব সুধীর অনড় মুক্তিপণে
তাই দুষ্‌মন ইয়াহিয়া লন মুজিবেরে কারাপানে।
যে যুদ্ধ অনল জ্বালাল পূরব বাঙলার গৃহকোণে—
কে জানে হয়ত একদা তাহাই দহিবে কুচক্রীগণে।
সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জননী জন্মভূমি!
নমি তোমা মাগো বঙ্গ জননী! শতবার তোমা নমি।
তোমারি তনয় শশাঙ্ক কেদার স্বাধীনতাপ্রিয় বঙ্গে
করেনি তাহারা মিতালি কখনো বিদ্বেষী ফেরু সঙ্গে।
তোমার কোমল মৃত্তিকাদেহে স্বাধীনতা-বীজ উপ্ত
শত্রুরা কভু নাহি পায় পার তবাত্মজ যদি ক্ষিপ্ত।
সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা নদী-মাতৃক বঙ্গ
ধূর্ত যাহারা খল ছলাকারী ছেদিল তোমার অঙ্গ—
দ্বিজাতি-তত্ত্ব খড়্গ আঘাতে, শাণিত চকিত চণ্ড—
ছেদিল চক্রী জননী অঙ্গ দেশমাতা-হৃৎপিণ্ড।
পেতে দাও সেই ঘোর পাতকীরে মহা পাতকের দণ্ড,
পাতকীর সেই খড়্গ-আঘাত ছেদুক তাহারি মুণ্ড!
সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলাদেশ!
মহিমা তোমার অসীম অতুল গরিমার নাই শেষ!

ঘটনা প্রবাহ: পাকিস্থান সৃষ্টির সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর পরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগ সর্বাধিক সংখ্যায়

আসন লাভ ক'রে সরকার গঠনের সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করলেও অনিচ্ছুক ইয়াহিয়া চক্র মুজিবর রহমানের হাতে কর্তৃত্বভার দিতে নারাজ হয়। সমস্যা সমাধানের ভাণ ক'রে ছল আলোচনায় কাল হরণ করার সময় পাকচক্র বাংলাদেশে খানসেনা ও সমর সম্ভার আমদানি করে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ্চ রাত্রে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিবর রহমানকে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করার পরিবর্ত্তে গ্রেপ্তার ক'রে, পাকিস্থানে আটক রাখে।

এদিকে ২৫শে মার্চ্চ রাত্রেই খান সেনারা অসতর্ক, নিরীহ, ভীত, ত্রস্ত জনসাধারণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, যুবতী, নারীপুরুষের গণহত্যা ও সংখ্যাতীত নারী ধর্ষণ চলে। কয়েক দিন এভাবে চলার পর লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালীরা মুক্তিফৌজ গঠনের মাধ্যমে প্রতিরোধ বাহিনী গ'ড়ে তোলে এবং দুর্বার প্রতিরোধ রচনা ক'রে পাকচমূ খানসেনাদের বিব্রত ক'রে তোলে। ভারত বিরোধী নিক্সন ও চীনাচক্রের সমর্থনে ও সমরসম্ভারে পুষ্ট হ'য়ে ইয়াহিয়া চক্র ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর বিকেল ৫-৩০ মিঃ সময়ে ভারতের পশ্চিম খণ্ডের নয়টি বিমান ঘাঁটিতে যুগপৎ অতর্কিত আক্রমণ চালায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ভাষণদানরতা। প্রতিরক্ষা ও অর্থমন্ত্রীও তখন দিল্লীর বাইরে। প্রধানমন্ত্রী খবর পেয়ে দ্রুত দিল্লীতে ফেরেন, কেবিনেটের বিশেষ সভায় মিলিত হন এবং রাত্রি ১২টা ৩২ মিঃ সময়ে সেই অস্বাভাবিক উত্তেজনাময় পরিবেশে পরম প্রজ্ঞা সহকারে জাতির প্রতি ঐতিহাসিক ভাষণে, জাতিকে সেই নিদারুণ সংকট মুহূর্ত্তে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, সাহস সহকারে একীগত ও সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ ব্যূহে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে, পাকিস্থান আরোপিত যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ (Challenge ; যুদ্ধাহ্বান) গ্রহণ করেন। ভারতের পূর্ব সীমান্তের বিস্তৃত অঞ্চলেও হামলা চলতে থাকে। অত্যাচারিত নির্য্যাতিত বাংলাদেশের জননায়কগণের

আহ্বানে ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করে এবং বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ৩রা থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, এই ১৪ দিনের যুদ্ধে পর্যুদস্ত পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজী ৯০ সহস্রাধিক সৈন্যসহ ভারতের পূর্বরণাঙ্গনের অধিনায়ক শ্রীজগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, এই ৯ মাসে বিশ্ব-ইতিহাসে নজীরহীন বর্বরতায় ৩০ লক্ষাধিক বাঙ্গালী নরনারী শিশু বৃদ্ধ যুবক-যুবতী, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী, শ্রমিক, সাধারণ নাগরিককে নৃসংশভাবে হত্যা ক'রে পাক-চক্রীরা প্রায় এক কোটি বাঙ্গালীকে উদ্বাস্তু ক'রে, ভারতভূমিতে চালান দেয়। বিশ্বসংস্থার বিরাট গোষ্ঠীদের অন্যতম আমেরিকাও চীনসহ অনেক কল্যাণকামী-জনদরদী-নামধারী রাষ্ট্রের নায়কগণ মৌনমূকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে নিষ্ক্রিয় থাকেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পূতিগন্ধময় কঙ্কালের উপর ঈপ্সিত সোনার বাংলা গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে ও বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে ব্রতী হয়।

পাক প্রেসিডেন্ট মি. জেড. এ. ভুটো ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দেন এবং ঐ দিনই শেখ মুজিব লণ্ডনে যান। পরবর্তী ১০ই জানুয়ারী দিল্লী হ'য়ে মুজিব ঢাকায় পৌছান। ১২ই জানুয়ারী শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন সাবভৌম সংসদীয় গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে জনাব আবু সইদ চৌধুরীকে মনোনীত ক'রে, নিজে প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। ভারত ও ভুটানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে রাশিয়াসহ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলা দেশের স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করে নেন।

ঘটনা পরম্পরায় ভারতের ঔদার্য্য ও চিরাচরিত ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৃতি, ক্ষমা

ও আর্তত্রাণের মহান্ আদর্শের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ভারতীয় বাহিনী চূড়ান্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েও সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ভারতবিদ্বেষী, গণহত্যা ও নারীধর্ষণকারী পাকচমূ খানসেনাদের কোনও ক্ষতি করেনি, একটি সৈনিককে, একটি বিদ্বেষী লোককেও হত্যা করেনি। বরং ভারতের বিরুদ্ধে পরম ঘৃণা পোষণকারী, বিদ্বেষ-সৃষ্টিকারী শত্রুকে আশ্রিত জনের নিরাপত্তায় বরণ ক'রে, নিরাপদ আশ্রয়ে আশ্রয় দিয়েছে। পাকিস্তান সব সময় প্রচার করে আসছে যে ভারত হিন্দুরাষ্ট্র এবং ভারত ও হিন্দুরা মুসলমান বিদ্বেষী।

১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের ঐতিহাসিক জনসংবর্দ্ধনার উত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নৃশংসগণহত্যা ও নারীধর্ষণকারী, বাংলাবিধ্বংসী পাক-নায়ক ও সেনাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সখেদে বলেন, পাকিস্তানের তিনটি আদর্শ হচ্ছে—(১) ইসলাম খতরে মেঁ হায়—ইসলাম বিপন্ন, (২) কাশ্মীর কজ্জা করো—কাশ্মীর দখল কর (৩) হিন্দু দুশ্‌মন হায়—হিন্দু আমাদের শত্রু। (দ্রঃ আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা—৭।২।৭২)।

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে এই তিন আদর্শের জিগীর তু'লেই তদনুযায়ী কাজ করে আসছে। কিন্তু তাই যদি সত্যি হত, তবে ভারতবাসীরা মহান্ স্বদেশ ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান হ'তে দিত কি? দাস, পাঠান, তুর্কী, মুহম্মদঘোরী, তুঘ্‌লক মুঘলদেরে পাঁচশতাধিক বৎসর নির্বিবাদে, নির্বিঘ্নে ভারতের বুকে রাজত্ব করতে দিত কি? দেশ, মাটি, ইজ্জত, জিজিয়া কর দিত কি? অথচ ২৫ বৎসরের পাকিস্তানে যে কয়জন সমর নায়ক, প্রেসিডেণ্ট রাজত্ব করল, তাদেরে গদীচ্যুত করল কে? ভারত? না তার স্বধর্মী স্বজাতি? অথবা স্বখাত সলিলেই তারা ডুবল। বাস্তব ভিত্তিক ইতিহাস, বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের এই নবদিগন্তের দিকে চোখ দেবেন নিশ্চয়ই। ভারতের মহান্ আদর্শ—ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বদান্যতা, সহনশীলতা, আশ্রিতবৎসলতা, কোন্ ভাষায়, কোন্ কথায়, কিরূপ বর্ণবিন্যাসে প্রকাশ করা সম্ভব?

বিশ্বকবি বন্দনা

(১০৮তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীতে)

যবে পুণ্য ক্ষণে তব জন্ম দিনে
বেজেছিল শাঁখ,
(সে ছিল) বারশ' আটষট্টি সালের
পঁচিশে বৈশাখ।
তব কবি প্রতিভার পরিচয় যবে
সে ছিল শৈশবে।
তার পরে কালে—
কাব্য ধারা সুরধুনী কবিতা প্রবালে—
দকে দিকে রচে দিলে রচনার ডালি,
কাব্য অর্ঘ্য থালি।
সৌরভ তাহার—
লঙ্ঘি দেশ দেশান্তর সাগর পাহাড়,
দিল আনি কালে—
বিশ্বজয়ী জয়টিকা—
হে কবি রবীন্দ্র! তব রাজোচিত ভালে
গৌরব তাহার—
বঙ্গ ভাষা জননীরে দিল উপহার—
বিশ্ব ভাষা দরবারে বিজয়ীর স্থান,
রবে যাহা চির তরে ভাস্বর অম্লান।

হে বিশ্ববরেণ্য কবি বঙ্গের সন্তান।
প্রতিভার বরপুত্র কবি সুমহান।
বাংলারে দিয়েছে স্থান বিশ্বদরবারে—
বিশ্বজন পূজে তোমা কোটি নমস্কারে।

হুগলী জেলার শিয়াখোড় লাহা রোড স্টুডেন্টস লাইব্রেরীর প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পঠিত।

ক্ষুদে শত্রু

ক্ষুদে শত্রু ক্ষুদ্র তবু অতি বলধর
ক্ষণিকে দহিতে পারে সাধুর অন্তর।
অতি ক্ষুদ্র ক্ষীণকায় মশকের দল
দংশনে দংশনে করে শরীর বিকল।
প্রাণ ভরে রক্ত খাক তাতে দুঃখ নাই—
দংশনের তীব্রজ্বালা বড়ই বালাই।
শয্যাশ্রয়ী রক্তপায়ী যত ছারপোকা
দিনরাত রক্ত শোষে নাহি লেখাজোখা।

সদা তার বিষদাঁত দেহময় ফুটে
ক্লান্তিহর সুমধুর নিদ্রা যায় টুটে।
লিক্ লিক্ সরীসৃপ দেহভরে গতি
দংশন বিষেতে তার মৃত্যুভয় অতি।
জলজোঁক স্থলজোঁক বনজোঁক আর
ভয়ঙ্কর রক্তচোষা অতি কদাকার।
কাঁকড়া ও চিংড়ি-বিছা ভীষণ আকার
দংশনের তীব্রজ্বালা সহে সাধ্য কার!
বোলতা ও ভীমরুল মাছি আর ডাঁশ
অকারণ শত্রুতায় করে সর্বনাশ।
মৌমাছি হুল দেয় বিষ দেয় বটে
তার দে'য়া মধুতেই সেই বিষ কাটে।
কিন্তু যত আর সব ক্ষুদ্রশত্রু আছে—
বৃথা পীড়া দেয় তারা বৃথাই তরাসে।
বহুতর শত্রু কত রহে চারিভিতে,
শত্রুরূপী প্রতিবেশী সহসা চকিতে—
বন্ধুভাবে নানাছলে জাগায়ে বিশ্বাস,
গুপ্তভাবে অলক্ষিতে করে সর্বনাশ।
অতিক্ষুদ্র অলক্ষিত গুপ্তশত্রুদল—
গুপ্তভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রে করয়ে বিকল।
আকারেতে ক্ষুদ্র বটে প্রকারেতে নয়
এ সকল শত্রু হ'তে সদা অতিভয়।

রাজনীতি

ওহে রাজনীতি !
দয়া ক'রে বল দেখি তোমার প্রকৃতি !
তুমিই কি ধাপ্পাময়, নেতা কিবা ধাপ্পা দেয়,
পাইনে যে অর্থ তার, খুঁজি নিতিনিতি।
শিষ্ট যদি কষ্ট পায় তবগুণে অতি—
কে তোমাতে রাখিবেক আপন প্রতীতি !
তোমার কুটিলগতি কুটিল নিয়ম—
সাধারণ যারা তারা বুঝিতে অক্ষম।
মিথ্যাকেই সত্য ব'লে ফলাও আপনে
সত্য সে ত বহুদূরে যায় নির্বাসনে।
নেতৃত্বের নামে নেতা তব ছায়াতলে
বহুরে বঞ্চনা করি কলাময় ছলে,
কৌশলে জিনিয়া লয় অর্থ পদ কাম্য—
মিথ্যাবিষ কণ্ঠে রাখি উচ্চারয়ে সাম্য।
স্বীয়স্বার্থে দেশস্বার্থ প্রয়োগ বিজ্ঞানে
ধুরন্ধর রাজনীতি' সবিশেষ জানে।
সর্বনীতি মাঝে তুমি মারাত্মক নীতি
রাজযক্ষাসম তুমি সাধারণভীতি।

নবানুরাগ

বিয়ের পরে স্বামীর ঘরে
চলেন যবে কন্যা—
গরবভরে মনে করে
নিজেরে নিজে ধন্যা।
হালে হালে চলে ভালে
নবীন অনুরাগে—
সব ননদের সব দেবরের
ব্যাকুল সোহাগে।
এতদিনে নিজের মনে
ফেলেন স্বস্তিশ্বাস
নিজের তরে স্বামীর ঘরে
পাইয়া আবাস।
বর বেচারা দিশাহারা
পেয়ে চোখের তারা—
কি যে করে, কি না করে
ভেবে ভেবেই সারা।
যেথায় থাকে কাজের ফাঁকে
মন যে বধূর কাছে—
ভাবে মনে সংগোপনে
স্মরণে সে আছে।
তাই উতলা মন দু'বেলা

চোখ কানেরও তাই—
তাই যেন রে যায় সে ঘরে
কাজের ছুতা পাই।
এতকালের অকাজ যত
কাজ হ'য়ে আজ উঠে,
নবীন পাওয়ার নবীন হাওয়ার
আমেজখানি লুটে।
ছলে ছুতায় গল্পকথায়
কত কথা উঠে—
কতশত নূতন কথা
যুক্ত মুখে ফুটে।
এত দিনের গোপনকথা
স্বপনে যা' ছিল—
মনের গোপন ব্যথা সহ
মুক্তি আজি পেল।

উন্মাদনা

ওহে উন্মাদনা !
দেহমনে আন তুমি কত যে যাতনা
জাগাও বিবশ মনে উদগ্র বাসনা,
জাগাও মানবমনে কত যে কামনা !

ওহে উন্মাদনা !
তোমারি প্রসাদে কেহ হয় আনমনা
তোমারি প্রসাদে হয় বিগতবাসনা।
কেহ সর্বত্যাগী হ'য়ে ঘুরে দেশেদেশে
কেহ আত্মঘাতী হয় তব মোহবশে।

ওহে উন্মাদনা !
জিঘাংসা জাগাও তুমি ভুলাও হে ক্ষমা,
জ্ঞানীরে নিমেষে কর তর্কের অধীনা।
প্রিয়েরে নির্দ্দয়ভাবে কর হে বঞ্চনা,
অনুচিত কার্য্যে দাও মিথ্যা প্ররোচনা।

ওহে উন্মাদনা !
কারে কর নিরাসক্ত কারে বিড়ম্বনা
কারে কর পানাসক্ত কারে সাধুমনা।

ওহে উন্মাদনা।
তোমার প্রেরণা মনে ভাব আনে নানা।
সুভাবে কর যে ভাল কুভাবে লাঞ্ছনা।

ওহে উন্মাদনা !
তোমারি কল্যাণে জাগে উচ্ছলকামনা
তোমারি প্রসাদে জাগে রঙীনবাসনা।

ওহে উন্মাদনা !
যুবজনচিত্তে আন নবীনকামনা।
বিলাসলালসা মনে জাগাও হে নানা।

ভাবাবেগে করে কেহ আত্মপ্রবঞ্চনা,
নিজে পায় অন্যে দেয় বহু বিড়ম্বনা।
ওহে উন্মাদনা!
তুমি আছ তাই আছে সংসারকামনা।
তুমি না থাকিতে যদি, সৃষ্টিস্রোত-ভবনদী—
কবে যে শুকিয়ে যেত কে করে ভাবনা,
তোমারি কল্যাণমূলে এ বিশ্ব রচনা।

স্বাধীন হয়েছি মোরা তবু কত খুঁত

স্বাধীন হয়েছি মোরা তবু কত খুঁত
Pant, Coat ছাড়ি নাই, ছাড়ি নাই boot.
ছাড়ি নাই brandy ও table, chair
ছাড়ি নাই bob ছাঁট cutting hair.
ছাড়ি নাই couch আর meeting, tiffin
ছাড়ি নাই fork, knife, roast আর gin.
ছাড়ি নাই cigarette, cigar ও tie
ছাড়ি নাই idiot, nonsense, lie.
ছাড়ি নাই sorry ও excuse sir,
Boot এর ঠোক্করে, কিংবা মজা লুটবার।
ছাড়ি নাই ভেকধারী vote উমেদার
মন্ত্রীত্ব না পেলে পরে দল ছাড়িবার।

ছাড়ি নাই দলছুট member hire
ছাড়ি নাই হইবার বিদেশী buyer.
ছাড়ি নাই ছুট করে বিদেশের পাড়ি
Foreign exchange money দিতে জলে ছাড়ি।
ছাড়ি নাই মোরা ভাই foreign policy
যার ফলে পিছুহটি সদা মিছামিছি।
ছাড়ি নাই British এর Parl'ament style
ছাড়ি নাই কেতাময় দুস্তর file.
ছাড়ি নাই vote রঙ্গ বাজি জিৎবার
ছাড়ি নাই lobby গদী মন্ত্রীত্ব বাহার।

ছাড়ি নাই Upper ও Lower House
ছাড়ি নাই M. L. A./C. , M. P's pose.
ছাড়ি নাই নিরন্নের অন্নটি হরণ
ছাড়ি নাই রাজনীতি লাভের কারণ।

ছাড়ি নাই ব্যবসায়ী ধনীর চরণ
ছাড়ি নাই partyর চাঁদা আহরণ
ধারকরা Ism ও Pamphlet যত—
চাপিয়া বসেছে বুকে. মাথায় যে ক্ষত।

দেশ হল খান খান partition ক'রে
তথাপি কোমরবাঁধি স্বাধীনতা তরে।
স্বাধীন দেশের পুনঃ স্বাধীনতা আর—
সে আবার কি বস্তু বুঝে উঠা ভার।
স্বাধীন দেশের পুনঃ স্বাধীনতা কেন ?
স্বদলের স্বাধীনতা দেশ ফেলে কেন ?

কেহ বলে নিয়ন্ত্রিতে সবার কল্যাণে—
কেহ বলে নিয়ন্ত্রিলে বাঁচিব কেমনে।
রাজ্যের রাজস্ব বাড়ে তোমার কল্যাণে,
একতরে দুই মরে এথায় এখানে।
মদ ওহে মদ !
অনেকের কাছে তুমি স্বর্গীয় সম্পদ
অনেকের কাছে তুমি ভীষণ বিপদ।
জ্ঞানী গুণী বহুজন তোমাপানে ছুটে
দুর্মুখের মুখে তাহা রটনায় রটে।
কলাবিদ্ সাহিত্যিক আরক্ষক কত—
নাচক বাদক আর গায়কের শত,
শুনেছি দিনান্তে করে তোমার ভজন,
নামান্তে সেবন করে নামান্তে চুম্বন।
মদ ওহে মদ !
তোমারও থাকিতে পারে সামান্য গলদ।
ঝাঁঝ ধর তীব্রতর গন্ধ বহুতর—
উপাস্য ভোক্তারা নাকি হয় ক্ষিপ্ততর।
চলিতে বেচাল চলে করে টলমল
দেহাঙ্গ শিথিল হয় গ্রন্থিরা বিকল।
বলিতে জড়িয়ে আসে কণ্ঠাশ্রিত বাণী—
আবেশে ভাবয়ে ভোক্তা রাজা কিংবা রাণী
ধরাশায়ী হ'য়ে কভু গড়ায় কেহবা
বিবশ বিবর্ণ হয় দেহগত শোভা।

প্রবল দুর্গন্ধ হ'তে পথচারী জানে
শরাববিলাসী ইনি বহুপরিমাণে।
কিনিতে অকুণ্ঠ ইনি আপন আপদ
বিনিময়ে জীবনের সকল সম্পদ।
মদ ওহে মদ !
কাহারো সম্পদ তুমি কাহারো বিপদ।
যে খায় তাহার যায়, যার তার স্ত্রীর
যে দেয় তাহার আয়, আয় তার স্থির।
মদ ওহে মদ !
কেহ বলে মুক্তিতরে হইতে আপদ—
একটু একটু করে খাই এই মদ।
কিন্তু কালক্রমে এই মোহরসপান—
নেশাশ্রয়ে হরে লয় স্বাস্থ্য ও সম্মান।
যাইবল তাইবল যতই আপদ—
ধরাবুকে রবে তব চির-পারিষদ।

নিরাসক্ত দেশভক্ত

নিঃস্ব যারা সর্বহারা কিসে তারা বাঁধবে বুক।
নেই কো যাদের ভিটেমাটি, টুটে গেছে সকল সুখ।
ধনী যারা সুখী যারা আত্মসুখে মগ্ন রন,
দুঃখীতরে অশ্রুঝরে এমনতর হয় ক'জন।

সচিবসুবা হবুমন্ত্রী গদীরতরে অনুধ্যান—
পাকেচক্রে নানানছন্দে ফিকিরফন্দি করে লন।
ভোটের জোরে গদীর পরে লভি আসন জমিদারী
প্রজার অর্থে আপন স্বার্থে রাজপাটেতে দফাদারি।
বুভুক্ষুদের অন্নজল চাই, মিলবে কিসে নাই সে বালাই—
এরাই নাকি দেশের সেবক, স্বাধীন দেশের নায়ক সবাই
ভোটদাতারা পারের সিঁড়ি, তাদের মাথায় রেখে পা',
সিংহাসনে বসার পরে, বাঁচিয়ে চলেন আপন গা'।
সান্ত্রীসেনা পাইকপেয়াদা আপন কার্য্য হ'তে সরে
সারিবেঁধে মনের সাধে মন্ত্রীলেজুড় ধ'রে ফিরে।
এরাই নাকি স্বাধীনদেশের জাতিরসেবক নামেকামে!
মন্ত্রী হ'য়ে আপন খু'য়ে, প্রজার সেবা? তা' কেমনে!

এরাইত নেতা

এরাই ত নেতা!
অকারণে বলে যারা
বহুতর কথা।

ইনিইত নেতা
অসত্যভাষণে পটু
নেই সত্যকথা।
ইনিও ত নেতা
চতুর চাতুর্য্যচালে
পাশকেটে কথা।
বটে ইনি নেতা—
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু
কার্য্যেতে অন্যথা।
ইনিও যে নেতা
বক্তৃতায় বাজিমাৎ
কর্মক্ষেত্রে ভোঁতা।
ঐ উনি নেতা—
ইলেক্‌শনে হত্যা দেয়
বহুব্যয়ে জেতা—
তারপরে কেবা কারে
রাখে মনে বৃথা।
মনোনয়নতরী বেয়ে—
লবীতে গদী পেয়ে
ভোটারের কথা নিয়ে
কি বা মাথা ব্যথা।
বটে এরা নেতা !
মনোনীত হ'লে পরে—

মন্ত্রীত্বে না এলে ফিরে,
ভালই বা লাগে কিরে !
সবই যেন বৃথা।
এরা সব নেতা—
গদী হাতে পেলে পরে
স্তাবকেরা ঘিরে ধরে—
তাদেরে সন্তুষ্ট করে,
দিতে হয় ভাতা—
হ'কনা গোপন পথে
সে ত গুপ্তকথা।
যার ধন তার যায়—
নেতার কি ব্যথা,
এরা বড় দাতা।
কি কাজ কহিয়া এত—
এ সবার কথা,
অন্যেপরে কা কথা
এরা বটে নেতা।

Election মনোনয়ন, Lobby—ব্যবস্থাপক সভার উপশালা, দালান; Voter—ভোটদাতা ; নির্ব্বাচক।

স্নেহধনে সমধনী ধরামাঝে মা জননী

ছোটশিশু নৃত্যপর ধনী বা দরিদ্র ঘর
নাহিক বিচার—
মায়ের আদর পেলে খাবার সন্ধান দিলে
আনন্দ সবার।
কে কোথা জননী আছে? সন্তানে লভিয়া কাছে
না করে উল্লাস!
যদি শিশু দূরে যায় খুঁজে তারে নাহি পায়
ছুটে উর্দ্ধশ্বাস।
সন্তান জননী দোহে কি বন্ধনে বাঁধারহে
অন্যে নাহি জানে—
হেরি শিশু কিশলয় মাতা তারে কোলে লয়
স্নেহের বন্ধনে।
ধনী মানী বিত্তহীন যিনিই জননী হোন
সম স্নেহভার—
আপন অন্তর হ'তে শিশুমুখে ধারাপাতা
ধূলির ধরার'পরে—
সাজায় সংসার।

উদাত্ত সামগান

ক্ষীণ হ'য়ে এল দিন, সন্ধ্যাসূর্য্য ধীরে
অস্তাচলচূড় হ'তে নামিল মন্থরে—
বহি শ্রান্ত দিনান্তের ক্লান্ত দেহভার—
তামসী গ্রাসিল ধরা, আসিল আঁধার।
তপোবন বনচ্ছায়ে তাপস বালক—
হরষে ভুঞ্জিতেছিল তপন আলোক—
ধেনুবৎস মৃগশিশুসহ গোচারণে,
তখনো নামেনি সন্ধ্যা পশ্চিমগগনে।
আঁধার গ্রাসিল বন তপোবনাঙ্গন,
রণিত হইল পুনঃ আশ্রম কানন—
গোধূলি উড়ায়ে পথে ধেনুবৎস যবে—
আসিল তাপস ফিরি আসিলেক সবে।
আহরি তাপসশিষ্য সমিধের ভার—
বনানী হইতে পুনঃ মিলিল আবার।
সন্ধ্যালগ্নে সান্ধ্যকৃত্য সারি ঋষিবর
সৌম্যাসনে বসি জ্ঞান-বেদির উপর।
সন্ধ্যালোকে আলোকিত তেজোদৃপ্ত ঋষি-
দিলা শিষ্যে বেদপাঠ, দিলা মন্ত্র ভাষি।
গম্ভীর উদাত্ত স্বরে সেই সামগান
নিমেষে উঠিল গাহি জগৎকল্যাণ।

উঠিল সে সামগান মেঘমন্দ্রস্বরে
আলোড়ি আশ্রমস্থল বনানীর ক্রোড়ে।
উদার সে সামগান উদাত্ত মহান্
এখনো ধ্বনিত রয়, শোনে শ্রুতিমান্।

গরীবতরে অশ্রুঝরে

গরীবতরে অশ্রু ঝরে এমনতর ক'জন আছে।
দুঃখীজনের দুঃখের ব্যথা দূর করেছে ক'জন পাছে?
অন্নহারা বস্ত্রহারা গৃহহারা আছে যারা—
কে করিবে তাদের সেবা না করিলে সমর্থরা?
ক্ষুধায় কাতর গরীবশিশু রুগ্নদেহে রাস্তাপরে—
ধূলায় মলিন ধুঁকছে তারা নয়নকোণে অশ্রুঝরে।
মুষ্টিভিক্ষায় মহা অন্ন মানে যারা দিনের পরে—
সবার পরশ দাও গো তবে সেবার কাজে তাদের তরে।

কথার মানুষ

কথা দিয়ে কথার খেলাপ
করবে না ভাই করবে না,
অকারণে মিথ্যা বলে—
আপন গরব হরবে না।
কথার খেলাপ করলে পরে-
মিথ্যার জাল ঘিরে ধরে,
মিথ্যাচারে চল্লে পরে—
সংসারেতে চলবে না।
কথার মানুষ অনেক বড়—
গতি তাহার অনেক দড়—
এই কথাটি বুঝলে পরে
আনন্দ আর ধরবে না।
কথা দিয়ে······করবে না।

গয়নাগাটি কয় না কথা

গয়নাগাটি কয় না কথা মনের মানুষ কয়,
তাই যদি গো সত্য তবে গয়না কেন রয় ?

গয়না শুধু রূপের তরে মনের তরে নয়—
মনকে প্রিয় হরণ করে গয়না পড়ে রয়।
রূপরাশি যে মোহমসী আনে মনের কোণে
গয়না তাহার পূর্ণ শশী মুগ্ধজনে হানে।

অভিযাত্রীর গান

অভিযাত্রী মোরা যাত্রী* যাত্রা অভিসার—
যাত্রা সুরু ক'রে মোরা ফিরব না কো আর।
বিপদ বাধা আসে আসুক—
চড়াই উৎরাই থাকে থাকুক—
মোরা কিন্তু এগিয়ে যাব হ'ব আগুসার—
চলতে গিয়ে দলব বাধা যতই দুর্বার।
ছিন্ন মোরা করব ত্বরা কুসংস্কারের জাল—
শক্ত হাতে ধরব কষে নবযুগ হাল।
সবার তরে যাত্রা মোদের যাত্রা অভিসার—
সবার তরে রাখবো ধরে ন্যায়ের অধিকার।

* শ্রীরামপুর ভট্টাচার্য্য গার্ডেনের অভিযাত্রী সংঘের অনুরোধে, সংঘের উদ্বোধনী সংগীতরূপে রচিত ও গীত। সংঘের সুরকার এই 'যাত্রী' কথাটি বাদ দিয়েই সুর যোজনা করেন।

বিঃ, দ্রঃ, প্রতিটি গানের ক্ষেত্রেই সুর, তাল, মান লয়ের খাতিরে, শব্দ, পদ বা পদ্যাংশের অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন বা পরিমার্জনের স্বাধীনতা সুরকারের।

অন্তর যদি পারিলে জয়িতে

অন্তর যদি পারিলে জয়িতে—
জয়িলে সকল অঙ্গ,
ষড়্‌রিপু যদি পারিলে দহিতে
দহিলে কুজন সঙ্গ।
ধন্য যদি হে পারিলে করিতে
দানিয়া তোমারি সঙ্গ,
এ ভবসাগরে আর কারে পরে
ভাবিব অন্তরঙ্গ।
তবপ্রেমে মোরে লীন করে দাও
ভুলায়ে বিষয় সঙ্গ—
ভুলায়ে তিয়াসা পিয়াসা মনের
মায়ামোহ করি ভঙ্গ।

রুদ্ধ যদি হে সকল দুয়ার

রুদ্ধ যদি হে সকল দুয়ার—
সব গবাক্ষদ্বার,
কোন্ পথে প্রভু আসিবে কক্ষে ?
ঘুচাবে অন্ধকার।
খোলা বাতায়ন গৃহের মতন
মনের কবাটখানি,

তা' হ'লে ত প্রভু আসিবে কক্ষে
আলোর ঝলক আনি।
রুদ্ধ যদি হে রাখিলে তোমার
বিলাসব্যসনে ইন্দ্রিয়দ্বার,
কোন্‌পথে প্রভু ভবপারাবার
করিবে তোমায় পার ?
খুলিলে মনের সকল দুয়ার
ঘুচিবে অন্ধকার ॥

প্রেমপাখী মোর যায় গো ডাকি

প্রেমপাখী মোর যায় গো ডাকি
মনের কথা কয় না—
ওগো আমার খাঁচায় থাকা
দাঁড়ে-বসা ময়না।
যাহার তরে অশ্রু ঝরে
মনের ব্যথা সয় না—
প্রেমসায়রে ডুব্‌ব, তারে
দিতে প্রেমের গয়না।
ওগো আমার খাঁচায় থাকা
দাঁড়ে-বসা ময়না।

খাঁটি ওরে মাটির মানুষ

খাঁটি ওরে মাটির মানুষ মাটির মানুষ সব
মাটি হতেই ধনধান্য ফসল উদ্ভব।
মাটি হতেই সোনা ফলে. মাটি হতেই চাষ
মাটির খাঁটি-মানুষ চাষী সবারই আশ্বাস।
চাষ বিনা ভাই নাশ হবে সব ক্ষিদের অন্নগুলি
তাই চাষীভাই শ্রমের বড়াই লও হে মাথে তুলি

বীরভূম ধানমাঠে,

ভারত বন্দনা

ভারত অঙ্গে রণরঙ্গে আসেই যদি শত্রুদল—
বীরসাহসে হান্‌ব আঘাত নইকো মোরা হীনবল।
পশ্চিমেতে বম্বে কাম্বে কচ্ছ কাশ্মীর সীমান্তদেশ
পূর্বে আসাম মেঘালয় ও অরুণাচল নাগাদেশ।
উত্তরেতে হিমালয়ের গিরিবলয় বরাবর—
দক্ষিণেতে ভারতসাগর আন্দামান ও নিকোবর।
হিমগিরি সাগরবারি ঘেরা মোদের বিশাল দেশ—
স্বাধীনতার শত্রু এলে আত্মবলে করব শেষ।

সহাবস্থান নীতি মোদের সহনশীল ও ধর্ম্মমতে
বাংলাদেশের স্বীকৃতি তা' দিচ্ছে প্রমাণ হাতেহাতে।
বহু জাতির ভাষা ধর্মে কৃষ্টিকর্মে মহান্ ঐক্য
সম সহিষ্ণুতা কামী, কাম্য মোদের সবার সখ্য।
বীর-সেনানী মোদের জোয়ান লড়ছে স্বাধীনতা তরে—
মোরাও ভাই লড়ব সবাই ধরব অস্ত্র গর্বভরে।
সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রে সিক্ত যে দেশ অবিরল—
পূত নৈতিকতায় বলী নয়ক ভারত হীনবল।

অজ্ঞাত আগমনিগম

অনন্ত আকাশ তলে
লক্ষকোটী জীব চলে
আপনার মনে,
কোথা হ'তে আসি ভবে
কোথা যায় সে নীরবে
কেহ নাহি জানে।

বাণী বন্দনা

(গান)

ও মা বীণাপানি তব আগমনী—
আজি এ ধরণী গায়,
শ্রীমাঘানুগামী শুক্লাশ্রীপঞ্চমী—
তবাগম প্রতীক্ষায়।
জাড্যাপহারিণী জ্ঞানদায়িনী
শ্বেতাব্জবাসিনী মায়—
ত্রিদশবন্দিতা ত্রিলোকনন্দিতা
জ্ঞানজ্যোতি সুপ্রভায়।
শীতের জড়তা নাশি মধুমাসে সুপ্রকাশি
এসেছ আজিকে মাগো—
এসো পুনরায়—
(শুভ আগমনী) আজি এ ধরণী গায়।

বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি দয়ার সাগর—
গভীরতা বিস্তৃতিতে তুল্য রত্নাকর।
মাতৃভক্তি স্বীয়াদর্শ জাতিপ্রীতি ব্রত—
রেখেছ সকল কাজে চির অব্যাহত।

হেলাভরে উপেক্ষিতে যতেক বঞ্চনা—
প্রতিঘাতে অপনীত করিতে লাঞ্ছনা।
দৃঢ়চেতা চিত্তবলে স্বাধীন যে সত্তা—
দেখায়েছ প্রতিপদে স্বকীয় মর্য্যাদা।
প্রথম দ্বিতীয় পাঠ জ্ঞান-বোধোদয়—
কৌমুদী ব্যাকরণাদি আখ্যায়িকাচয়,
জাতির গঠনকাজে শিশুকাল হ'তে—
হে বিদ্যাসাগর তুমি রচিলে স্ব-হাতে
জাতি-শিক্ষা বেদীমূল রচয়িতা তুমি
বাংলাগদ্য সঞ্জীবনে পুরোধা হে নমি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

গোমুখীপরশে যথা স্বর্গগঙ্গাবেগ—
মন্দাকিনী স্রোতে বহি এই ধরাতলে,
বি-দগ্ধ সগরগণে মুক্তিস্নান দানি
বিরাজে বসুধা মাঝে জীবের কল্যাণে ;
তেমনি নরেন্দ্র তুমি বিবেকানুরাগে—
শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লভি ভক্তিবলে,
ধর্ম্মমহাসভা মাঝে ঘোষি বেদবাণী
সনাতন ধর্মজ্যোতি ছড়ালে ভুবনে।

যেই বীজমন্ত্র গুরু সাধিলা ধ্যানের—
যোগ্যতর শিষ্যতরে জগৎ কল্যাণে,
তুমি হে বিবেকানন্দ ! গুণে সাধনের
ধর্মমহীরুহে তাহে সিঞ্চিলে ভুবনে।
রমণীয় আকর্ষণে রামকৃষ্ণ নাম
বিবেকে বিকাশি লভে পূর্ণমনস্কাম।

স্বাধীনতা

স্ববশে আপন সত্তা সদা যার রয়
সেই ত স্বাধীন বটে সর্ববিশ্বময়।
স্বাধীনতা নহে কভু অপরের দান
নিজেকে অর্জিতে হয় নিজের সম্মান।
অলস বিলাসী ভোগী লোভী কামাতুর-
নেশাশ্রয়ী স্বার্থপর ক্ষিপ্ত ভয়াতুর,
নীতিহীন, হীনবীর্য্য, পরাশ্রয়ী জন—
মিথ্যাচারী চৌর্য্যেরত মূঢ়মতিগণ,
ভুঞ্জিতে পারে না কভু স্বাধীনতা সুখ,
অর্জ্জনের চেয়ে যাহা রক্ষণেই দুঃখ।

স্বকর্মে সুনিষ্ঠ যারা স্বপ্রত্যয় সাথে
পরভয়ে ভীত নহে জগৎ সভাতে—
এমন স্বাধীনচেতা সাহসী যে জাতি
বিশ্বে তারে পরাভবে কাহার শকতি?

বরেণ্য তারুণ্য

সকল তরুণ সাথে আমি ও তরুণ—
হৃদয়ে জাগ্রত মোর চির নবারুণ।
তরুণ অরুণ ভবে সদা কাজ করে
প্রতিনিতি তমসার অন্ধকার হরে।
অনুচিত থাকা তাই বিনাকাজে ভাই,
ছোটবড় কোনকাজে না যেন ডরাই।
প্রবল তারুণ্যবেগ সংগঠন কাজে
নিয়োজি সবার তরে এই বিশ্বমাঝে—
নিজেরে সার্থক করি তুলিয়া নীরবে
যাইতে পারিগো যেন অলক্ষ্যে অরবে।
উদ্বেলিত যে তরুণ উচ্ছৃঙ্খল পথে
বিপ্লবের নামে চলে বিশৃঙ্খলা সাথে—
তার সাথে মোর কাজে চিন্তায় প্রভেদ
যদিও তারুণ্যে আমি একাত্ম অভেদ।

ভক্ত ও ভগবান্

"ভগবান্ ভগবান্" বলে ভক্তজন
"কোথা তোর ভগবান্ ?" প্রশ্নে দ্বিধামন
"সর্বদিক্ দেশ কাল সর্ব মন্বন্তরে
সর্বদেহে সর্বগেহে সকল প্রান্তরে.
কোটিকল্প ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদেহময়
সকলের ভগবান্ ছড়াইয়া রয়।
চলমান ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি রোমকূপে
বিরাজেন ভগবান্ আপন স্বরূপে।"
আসিল উত্তর ত্বরা দ্বিধামন কাছে ;
জিজ্ঞাসিল দ্বিধামন "কি প্রমাণ আছে ?"
"প্রমাণ আপন কাছে আপন বিশ্বাস,
যে সৃজিল জীবকোষ জীবের নিশ্বাস—
সর্বশক্তিমান্ তিনি করুণা আধার
অতুল তিনিই বিশ্বে প্রমাণ তাঁহার"

সুমহান্ সমদর্শিতা

আকাশ মহান্ অতি, তাহার নীলিমা
বিশ্বব্যাপি রহিয়াছে ঘিরি তার সীমা।
যেথায় যেথায় আছে বনবনান্তর
সাগর বারিধি যেথা রয়েছে ভূধর—

যেথায় নিভৃতকোণে কোন ভক্তজন
শ্রদ্ধানত ভক্তিসনে করয়ে ভজন ;
দীনহীন দুঃখী যেথা কুটীর প্রাঙ্গনে
কাটায় দুঃখের দিন আশাহত মনে ;
যেথায় রাজার দম্ভ প্রাসাদে বিচরে –
নগরপ্রান্তর যারে রাখিয়াছে ঘিরে,
সমানে সবার তরে মহান্ আকাশ—
ছড়ায়ে দিয়েছে তার মহিমাপ্রকাশ।
মহতের সুমহান্ বিশাল প্রয়াস
ক্ষীণ ক্ষুদ্র খণ্ডিতেরে করে না নিরাশ।

সর্বশক্তিমান্

ধরিত্রীর যত ধূলি যত শস্যকণা,
সমুদ্রের যত ঢেউ যত তার ফেনা—
গগনের আলোদাতৃ যত গ্রহতারা,
ধরাবুকে চলমান যত জীব ধারা—
যত বৃক্ষলতা রয় বন উপবনে,
যত প্রাণী করে বাস অরণ্যভবনে ;
জলচর যত প্রাণী আছে জলময়,
গগনবিহারী যত খগচরচয়—
তা' সবার সংখ্যা ভবে কে করিতে পারে ?
সংখ্যাতীত সাধ্যাতীত গণিতে সবারে।

যে রচিল এ সবারে, যাঁর মহামন—
যোগায় আহার বাস, করেন পালন ;
তিনিই করিতে পারে এ সবে গণন,
ধ্বংস যাঁর ইচ্ছাধীন সৃজন পালন।

প্রিয়তরা নারী

নারীরে করেছে নর বহু প্রিয়তর
সৃষ্টির সূচনা হ'তে যুগ যুগান্তর।
সমভাবে চলিতেছে আজো সেই ধারা
চলিবেক্ অব্যাহত ভাবীকাল সারা।
জননী রূপেতে নারী স্নেহের আধার
কন্যা রূপে নারী হয় বাৎসল্যের সার।
সঙ্গিনী রূপেতে নারী দয়িতা আকারে
আপনার হৃদিস্থিত প্রেমসুধাধারে,
সাথীপরে আমিত্বের করিয়া বিস্তার
আকর্ষণী ক'রে তোলে দুস্তর সংসার।
অজানিত অনাত্মীয়ে বাঁধি প্রেমপাশে
আপন আত্মীয়রূপে সংসারে প্রকাশে।
থাকি নারী পিতা স্বামী পুত্রের অধীন
সংসারের ধারা ঠিক রাখে চিরদিন।

আত্মীয়াভাস

ধূলার ধরায় যত আত্মীয় স্বজন
যেথায় যেথায় বাঁধে আবাসভবন,
নিজেরা খুঁজিয়া লই তাহার সন্ধান
ঘুচাইয়া দূরত্বের দূর ব্যবধান।
জাগে মনে সংগোপনে বিহ্বল আবেশে
মৃত্যুপরে যাব মোরা কোন্ দূর দেশে!
কোথায় খুঁজিয়া পাব আত্মার আত্মীয়ে?
যাঁহার আত্মিকসত্ত্বা এসেছিনু নিয়ে!
কচ্চিৎ চিন্তিত মন করে দরশন
সেই পুণ্যপথ যাতে সাধন ভজন—
চলিতেছে নিরন্তর সাধকসদনে—
মনে কিংবা গৃহকোণে অথবা বিজনে।
সুদুস্তর যদিও বা সেই দূর পথ
সাধন সরণি তার ভক্তি মনোরথ।

অন্তরে ক্রন্দন জাগে ভাষার বন্ধনে

একদা গুজরাটী এক নিয়ে তুই ছেলে
উঠিল গাড়ীতে, একে নিনু আমি কোলে।
বয়সে বছর তিন, কচি তার মুখ—
আমাপানে চেয়ে রয়, অতীব উৎসুক।

তাহার হৃদয়ভাষা সেই শুধু জানে—
অজানা আমার তাহা, বুঝিব কেমনে !
ভাবের আবেশে আর স্নেহমমতায়
শিশুকে পাইয়া কোলে হৃদয় জুড়ায়।
দোহার প্রকাশ্য ভাষা দুইরূপ তায়—
একে অন্যে বুঝিবার পথ নাহি পায়।
ইংরেজী মাধ্যমে পিতা বলেন আমায়—
'তোমাতে আমার শিশু বন্ধু খুঁজে পায়।'*
বুঝিনু কঠোর সত্য হৃদয়ে তখন
প্রাদেশিক সীমাতীত ভাষা প্রয়োজন।

*'My son finds a friend in you' said the father of the Child.
Events that led me to writing of "Antare Krandan Jage Bhasar Bandhane."—

A Gujrati gentleman with his bag, baggages and wife got into a Calcutta Tram car where I was in. He had one child on his lap and another on his right arm. Finding him in difficulty, I took one of them of about 3 years of age, on my lap. The babe remained staring at me with its sublime and curious look. I too was doing the same with loving care and look and felt warmth for having the babe on my lap. I was quite at a loss at being unable to give vent to my feelings of love in language-media to the baby though I transmitted my feelings through caress and fondling. The father of the child was seeing all these with his curious and eager look. Suddenly he said "My son finds a friend in you". These were the circumstances under which was written the poem on "My heart aches at (cries within due to) the lingual obstruction"— my heart aches for want of a common language or lingual tie, a Lingua Franca for all those of different states speaking different Dialects in the same country.

ভাষার আন্তরভাব ও প্রভাব

যত জাতি তত ভাষা সর্ববিশ্বময়
এক ভাষা অন্যে বুঝা কষ্টসাধ্য হয়।
তথাপি প্রয়াসলব্ধ সামান্যতঃ জ্ঞানে
আভিধানি' অংশ তার অন্যভাষী জানে।
ভাষার আন্তরভাব গৃহগত রূপ
মাধুর্য্যমণ্ডিত যাহা বিশিষ্ট স্বরূপ—
কদাচিৎ ধরা দেয় অন্যভাষী কাছে
একান্ত স্বকীয় রূপ ভাষার যা' আছে।
এ বিষয়ে ভাষাদের একীগত ভাব—
ভাষায় বাহিত হয় জাতীয়বিভাব।
জাতীয় আন্তরভাব ভাষাপথ ধরি
সাহিত্যে আশ্রয় নেয় সর্বযুগ ভরি
যে ভাষার প্রাণশক্তি যত বেশী রয়।
সে ভাষা ছড়িয়ে পড়ে সর্ববিশ্বময়।

ক্ল্যাসিক্ ও রোম্যান্টিক্

সুরম্য বাস্তববাদী রচনাবিভব
অত্যুত্তম অভিব্যক্ত সাহিত্য যেসব,
সর্বোত্তম সুকথিত যথার্থ সঠিক—
মনোজ্ঞ ব্যঞ্জনাময়, তাহাই ক্ল্যাসিক্।

রোম্যান্টিক অতিরম্য কল্পলোকে স্থিতি
সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে যার সর্বাঙ্গ প্রতীতি।
যথার্থ অশ্বটি যবে যথাযথ রয়
সাহিত্যিক রসে তাকে ক্ল্যাসিক্ কহয়।
নামমাত্র রেখাচিত্রে ক্ষীণায়ত পটে
অঙ্কিত অশ্বটি হয় রোম্যান্টিক্ বটে।
ক্ল্যাসিক্ ও রোম্যান্টিক্ সাহিত্য আসরে
বিরাজে বিচিত্ররূপে বহুল প্রকারে।
বৈদেশিক শব্দদ্বয় অর্থমহিমায়
স্থান ক'রে আছে সব সাহিত্য-সভায়।

গীতিকাব্য

ক্ষণিকের অনুভূতি ক্ষুদ্র কলেবর
চকিতে উদ্বেল করি কবির অন্তর—
চিত্ত ও মননভূমি করি বিভাবিত—
সাবলীল গতিবেগে যবে প্রবাহিত ;
যবে তা' সঙ্গীত তানে কমনীয়কায়—
ব'রে লয় শব্দাতীত কাব্যব্যঞ্জনায়,
ছন্দে তালে গীতিধর্মে মাধুর্য্যে সুশ্রাব্য—
ক্ষুদ্রত্বে পূর্ণতাধর্মী, তাই গীতিকাব্য।
গীতধর্মী কবিতার গীতিময় রূপ
ললিতমাধুর্য্যগুণে সঙ্গীত স্বরূপ,

আপন আবেগে চলি কাব্য ব্যঞ্জনায়-
পূর্ণতা মাধুর্য্যমধু কভু না হারায়।
খণ্ডিত কল্পনা কবি-মানস প্রধান
ক্ষুদ্রত্বে পূর্ণতাধর্মী গীতিকাব্য গান।

জ্ঞান ও মন

জ্ঞান মন দুই বটে অদৃশ্য অরূপ,
তথাপি মনের পটে জ্ঞানের স্বরূপ—
অবলীলাক্রম প্রতিফলনের ফলে
জ্ঞানোন্নত জনে লোকে জ্ঞানবান্ বলে।
জ্ঞানাশ্রয়ে মন হয় পুষ্ট পরিণত—
মনাশ্রয়ে জ্ঞান নিজে হইয়া জাগ্রত—
বিশ্ববিশালতা ব্যাপ্তি করিয়া বরণ -
ক্ষীণ ক্ষুদ্রজনে দানে অমরতাধন।
জ্ঞানরাজ্যে দূরত্বের নাহি ব্যবধান,
জ্ঞানালোকে দূরাতীত সাক্ষাৎ প্রমাণ।
যে হৃদয়ে জ্ঞানেমনে সার্থক মিলন
সে হৃদয় বিনাযুদ্ধে জিনে বিশ্বজন।
অরূপ মনের যত অজ্ঞানতিমির—
জ্ঞানালোক হরে যেন জ্বলন্ত মিহির।

At the sight of Scholars stooped over the desks in the Reading room of the National Library, Belvedere, Calcutta.

বিশ্ববিদ্যালয়

স্বনাম-সুধন্য ওহে বিশ্ববিদ্যালয় !
আত্মনামে ধর তুমি আত্মপরিচয়।
বিশ্বের যতেক বিদ্যা যত জ্ঞানরাশি
অকাতরে জনান্তরে দাও হে প্রকাশি।
সাহিত্য দর্শন শিল্প চিকিৎসা বিজ্ঞান
নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব আদি প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞান ;
পৌর-রাষ্ট্র-অর্থনীতি ভূগোলেতিহাস,
ফলিত ললিত কলা চৌষট্টি প্রকাশ—
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল,
তোমারি প্রসাদে প্রার্থী লভে অবিরল।
জ্যোতিষাদি নভঃ জ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান
তোমারি কল্যাণে ভবে রহে অনির্বাণ।
সর্বদেশে সর্বকালে সম অধিকার—
বিশ্বের বিদ্যার তুমি বিমুক্তভাণ্ডার।

দেশমাতাপ্রীতি ও সন্তান

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী,*
এ সুবাদ জনারণ্যে বহুল প্রকাশি'।
স্বর্গসুখ অপ্রত্যক্ষ পরলোকে স্থিতি—
ভোক্তাই জানেন শুধু স্বর্গের প্রকৃতি।

জননী সাক্ষাৎ দেবী পরমকল্যাণী—
জন্মভূমি অন্নাশ্রয়ে আশ্রয়দায়িনী।
এ দুই সাক্ষাৎমতে সদা বিদ্যমান—
এ ছাড়া অস্তিত্ব কারো না হ'ত প্রমাণ।
অনাবিল পূতানত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি—
সতত জননী তথা দেশের আকুতি।
দেশের অখণ্ডসত্ত্বা জননীসম্মান
সংরক্ষণে সন্তানের কর্ত্তব্য মহান্।
কঠিন দুস্তর এই দেশমাতাপ্রীতি—
যে রক্ষা করিতে পারে সেইত সন্ততি।

লঙ্কাবিজয়ের পর অনুজ লক্ষণ অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট স্বর্ণপুরী লঙ্কার বর্ণনা দিতে থাকিলে স্বদেশগমনোন্মুখ স্বদেশবৎসল শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"নেয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা মোদতে নচ লক্ষণ
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

—হে লক্ষণ! এই স্বর্ণপুরী লঙ্কাও আমাকে আমোদিত করিতেছে না। কারণ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

দেহ প্রাণ মৃত্যু

যে প্রাণ দেহের অতি পরম ঘনিষ্ঠ,
সে প্রাণ ছাড়িয়া যাবে করিয়া অনিষ্ট—
প্রাণাত্মিক দেহটির ? প্রতিদিন যারে
পবম সোহাগভরে আহারে বিহারে—
সন্তোষিতে প্রতিপদে অতি সযতনে—
নিত্য স্নানে প্রসাধনে তৈলাক্ত মর্দ্দনে।
বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমে আরামে যাহার
মনে হ'ত বৃথা এই জগৎ সংসার।
এ হেন দেহেরে যবে মৃত্যু করে শব—
দেহ আত্মা দুজনাই রহেন নীরব।
এ ক্ষতি কাহার ক্ষতি ? দেহ বা মনের ?
সুখ দুঃখ লাভালাভ ? পাপ ও পুণ্যের ?
জানেন নিয়ন্তা তিনি, যিনি বিশ্বজন
সৃষ্টি স্থিতি পালনের মৃত্যুর কারণ।

অবার্দ্ধক্য স্থান

চির শিশু ভবার্ণবে নয় কেহ নয়
বয়সের সাথে সব বয়োবৃদ্ধ হয়।
কিন্তু তিন ক্ষেত্র আছে যেথা নরগণ,
আচারে বিচারে সদা শিশুসম রন।

যতই বয়স্ক হউক সন্তানসন্ততি—
জনকজননী কাছে কনিষ্ঠ সে অতি।
জামাতা যদিও বৃদ্ধ বয়সের গুণে—
শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাকে নবীনই মানে।
বাণী আরাধনে আর জ্ঞান অন্বেষণে-
বিদ্যার্থী সদাই শিশু ভারতীর স্থানে।
এ তিন ক্ষেত্রেতে নর বৃদ্ধ নাহি হয়
বয়সে যদিও বৃদ্ধ ভাবার্থে তা' নয়।
যথার্থ বার্দ্ধক্য দেহে স্থবিরতা আনে
মনোগত নবীনতা সম্মুখেই টানে।

ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণ্য অতি

ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণ্য অতি, ভিক্ষুকের মান
নিম্ন অতি, নিন্দনীয় ; ভিক্ষুকের স্থান—
সংকীর্ণ ই ধরাতলে। তবুও তাহারা
ভিক্ষা তরে ভিড় করে রিক্ত সর্বহারা।
ভিক্ষা মাগে দ্বারে দ্বারে রাজপথ ধারে—
ট্রামে বাসে ট্রেনে কিংবা ষ্টেশন আগারে-
জাগায়ে বিরক্তি সদা যাত্রীসকলের,
কেহ কিছু দেয় কেহ নাহি দেয় ফের।

এ হেন নিয়ম অতি করুণ কদর্য্য,
মন্ত্রী কিংবা দলনেতা আপন চাতুর্য্য—
সর্বত্র ফলাতে পারে, এ বিষয়ে তার
বিন্দুমাত্র করণীয়ে সদা নির্বিকার।
ভিক্ষান্নে জীবন চলা ভার অতি ভার
ধার করা অর্থে ব্যয় মিটে কি কাহার ?

একাত্মপ্রাণতা

পরহিতব্রতে কেন কুণ্ঠা এত জাগে ?
জননী ধরিত্রী দেখ পরম সোহাগে—
সবারে আপন ক'রে দেহে দেয় স্থান
আপনার দেহরসে করে অন্নদান।
সমদান প্রতিজনে বিজনে বিপিনে
কে আপন কে বা পর নাহি ভাবে মনে
ধরাবুকে চলমান মানবের কাছে,
জীবশ্রেষ্ঠ বলিযার অভিমান আছে—
সে নর কেন যে নয় সবার নির্ভর !
কেন তারা নাহি হয় পরার্থে তৎপর ?

দেশ জাতি ধর্ম ভেদ প্রাদেশিকপনা—
ধর্মীয় গোড়ামী সহ যতসব ঘৃণা—
সবারে ভুলিতে হ'বে করি একাত্মতা
তবে ভবে আসিবেক একাত্মপ্রাণতা।

দুঃখের দান

দুঃখ তুমি মুক্তাসম জীবন তুমি বেদ
লক্ষ দুঃখ আসে যদি নেইক কোন খেদ।
কঠোর দুঃখের কশাঘাতে নিঠুর পরিহাসে
হৃদয়ব্যথা খুঁজুক আশা মহান্ অভিলাষে।
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুঃখ যতই অনিবার
দুঃখদহন হৃদয়মাণিক করুক আবিষ্কার।
দুগ্ধফেননিভ শয্যা চাই না কোন কালে
ফুল বিছানো কোমল যে পথ চাই না আরামছলে।
কাঁটাবনের মাথার পরে বিরাজে যে ফুল
তাই জীবনে হউক লক্ষ্য আকাঙ্ক্ষারই মূল।
দুঃখ দৈন্য আসে আসুক শক্তি আসুক আরো
চলার পথে আসুক বাধা ভয় করব না কারো।
সহজলভ্য ধনে কভু আত্মপ্রসাদ নাই
কষ্টার্জিত সব কিছুতেই আত্মপ্রসাদ পাই।

জীবনসঙ্গিনী চিন্তারঙ্গিণী

সবার সহস্র চিন্তা আমার সঙ্গীতে
সরবে ধ্বনিত করি মধুর ভঙ্গিতে—
তিলে তিলে পলে পলে, হে চিন্তারঙ্গিণী !
তুমিই তোল হে মোর জীবনসঙ্গিনী।
কবে যে সাধালে তুমি তব গুরুগান—
কি ভাবে মাতালে তুমি এ ক্ষীণের প্রাণ !
নাহি পড়ে মনে মোর না আসে স্মরণে
এবে যে রহিতে নারি তোমার বিহনে !
যবে মুই পথ চলি দলিয়া চরণে
সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র, কি মায়াবরণে
কোথা মোরে নিয়ে যাও কোন সে সুদূরে !
তবু যেন মনে হয় তুমিই অদূরে।
চিন্তা সুরঙ্গিণী মোরে সঙ্গী করি লয়
সবার সঙ্গীতে মোরে করে তন্ময়।

প্রত্যর্থী

প্রেম চাহে প্রেমিকেরে করিতে আশ্রয়
প্রেমিক প্রেমেতে চাহে হইবারে লয়।
প্রেমদীপ দয়িতের চাহে যে সোহাগ—
দয়িতসোহাগ চাহে প্রেম অনুরাগ।

ভক্ত আকুতি করে ভগবান্ তরে—
ভগবান্ ভক্তবরে রাখে প্রেমে ঘিরে।
জননীর স্নেহ তরে সন্তান অথির—
সন্তানবাৎসল্যভরে জননী অধীর।
আলো চাহে অন্ধকারে করিবারে দূর
অন্ধকার আলোকে'র করে সুমধুর।
প্রেম প্রীতি স্নেহ ভক্তি আলো অন্ধকার
দেয়া নেয়া গুণে করে মাধুর্য্য বিস্তার।
আস্বাদ আস্বাদ্য আর আস্বাদকারিন্
একাকী নিরর্থ যেন জল ছাড়া মীন।

অতুল

গগনের তুল্য বস্তু গগনই হয়
সাগরের তুল্য সে ত সাগরই রয়।
জনকের তুল্য জন জনকই বটে
জননীর তুল্য কেহ নাই দৃশ্যপটে।
এক চন্দ্র এক সূর্য্য অতুল গগনে
তুলনা রহিত এরা এ বিশ্বভুবনে।
ধরিত্রীর ধৈর্য্যগুণ তুলনা রহিত
শত ক্লেদগ্লানি স'য়ে ক'রে যায় হিত।

জলের তুলনা ভবে আছে বা কোথায় ?
বিশ্বপ্রাণ অনির্বাণ রাখে সে ধরায়।
বিকল্প বিহীন ভবে প্রাণময় বায়ু
বায়ুর নির্গম সাথে যায় পরমায়ু।
অতুল অপূর্ব্ব সেই পরম ঈশ্বর
যাঁহার রচনা এই বিশ্বচরাচর।

মেগেযেচে ভিক্ষে তাতে নেই রক্ষে

কি ব্যথা অন্তরে তার, নাড়ীছেঁড়া ধনে
পুষিতে পারে না যে মা আদরে যতনে।
জনে জনে ভিক্ষা মাগে অনাথ কাঙ্গাল
চলমান জনস্রোত না করে খেয়াল।
তবুও সে পুনঃ পুনঃ, পুনঃ হাত পাতে
পঞ্জরাস্থিসার শিশু রাখি রাজপথে।
কদাচিৎ কেহ কেহ করুণ আবেশে
দেয় কিছু ভিক্ষা বটে দয়াপরবশে।
কিন্তু সে জননী যার গৃহাশ্রয় নাই
আছে শুধু প্রতিপাল্য, অন্ন বস্ত্র চাই—

তার কি জীবন চলে ভিক্ষালব্ধ ধনে !
হ'বে কি সন্তান তার মানুষ জীবনে ?
যেই জন, জাতি, দেশ, ভিক্ষান্ন কুড়ায়
বাস্তব ঠাঁই কি তার আছে এ ধরায় ?

স্বপ্নার্থ প্রয়াস

স্বপ্ন কি অলীক শুধু মিথ্যামায়াময় !
তবে কেন স্বপ্নদৃশ্য সত্য মনে হয় ?
সর্পেতে রজ্জুর ভ্রম ন্যায়শাস্ত্র বলে
তবে কি ভ্রমের জের স্বপ্নহ'য়ে ফলে ?
ভুল কি তা' হ'লে আসি নিদ্রিত নয়নে-
সত্যরূপে প্রতিভাত করায় আপনে ?
স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃশ্য সত্য মনে হয়,
তবে কি সত্যের ছায়া স্বপ্নমাঝে রয় ?
স্বপ্নার্থ স্বপ্নের মত অতীব কুটিল
খুঁজিয়া পাইনে তার অর্থ একতিল।
তথাপি কদাপি স্বপ্ন সত্য হ'য়ে ফলে—
জন্ম মৃত্যু ব্যাধি দৈব-প্রাপ্তি প্রাক্‌কালে।
বুঝিনু অলীক ইহা অস্পষ্ট অথির
তথাপি কাটয়ে মনে রেখা সুগভীর।

অসংখ্য স্বরূপে

কোটি কোটি রূপ দিয়ে, দিয়ে ভোলামন
তোমারে করেছ প্রভু ! দুর্লভ গোপন।
দিবানিশি রবিশশী গ্রহতারা চলে—
প্রতি পদক্ষেপে তারা তব কথা বলে।
কে জানে কোথায় আছ বিজনে বিপিনে-
পাহাড়-পর্ব্বতে কিংবা সাগরসঙ্গমে।
ধরাপরে খুঁজে মরে কত ভক্তজন
অন্তরে আত্মস্থ কেহ ধ্যানে নিমগন।
সবার কারণ ওহে সর্বশক্তিমান্ !
ভক্তজন খোঁজে তোমা করিয়া সন্ধান।
ধন্য তুমি বিশ্বপিতা ওহে ভগবান্ !
রক্ষা কর সকলেরে কর পরিত্রাণ।
সবজ্ঞ ও সর্বদর্শী সর্বব্যাপ্ত তুমি—
বিরাজিছ সর্বভূতে সর্বকাল-স্বামী।

সময় ও কাজ

টিক্ টিক্ টিক্ রবে টিক্ টিক্ টিক্
ঘড়িটি বলিয়া চলে সময় সঠিক।
অবিরাম রত রয় আপনার কাজে
মুহূর্ত্ত সময় ব্যয় নাহি করে বাজে।

বায়ু, নদী কাল-গতি সদা অবিরাম—
সবেগে ছুটিয়া চলে নাহিক বিরাম।
গগনের গ্রহতারা নক্ষত্র সকল
দিবানিশি রবিশশী সদাই সচল।
তৎবৎ হ'ত যদি মানুষ সকল—
নিয়ত আপন কাজ করিত সফল ;
কৃতিত্ব অর্জ্জিত হ'ত পর্বতপ্রমাণ,
আপন গৌরব তাহে হ'ত সপ্রমাণ।
সময়ে করিতে হয় সময়ের কাজ
সময় থাকিতে হাতে সময়েই আজ।

স্বীকৃতি

অবজ্ঞায় প্রাণপাত্র পরিপূর্ণ রয়,
এ জীবন বৃথা বলে তাই মনে হয়।
কাম্য বিদ্যা পারি নাই করিতে অর্জ্জন,
কাম্য অর্থ লাভে বুদ্ধি জাগেনি কখন।
শঠেরে ভাবিতে হয় অতি সজ্জন,
ছলা কলা কৌশলে সে ভরে দেয় মন।
স্বকার্য্য সাধনে যে বা কৌশলকলায়,
অবোধ সরল বলি নিজেরে ফলায়—
স্বার্থসিদ্ধি শেষে তার স্বরূপ কিরূপ,
জানিয়া ফিরাতে হয় আপনার মুখ।

ভস্মেতে ঢালিনু ঘৃত বুঝিনু যখন—
বহুব্যয় জীবনেব হয়েছে তখন।
অতএব এ জীবন নিরর্থক ভার
অজাগলস্তনইব বৃথাজন্ম যার।

যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা

'যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা' কেন লোকে বলে ?
অর্থ তার বুঝি নাই শৈশব-সকালে।
কাল বিবর্ত্তনে আর নিদর্শন গুণে
বুঝিনু সামান্যতম সূক্ষ্ম তার মানে।
অধনী হইলে ধনী, অমানীর মান—
অবিদ্যার বিদ্যা হয় শক্রর সমান।
অরূপ যৌবনাগমে যৌবন ঝলকে
নিজেবে গৌরবময় ভাবয়ে পলকে।
ভাগ্যে আসে ধনবল জনবল যার
গর্ব্বোদ্ধত সে ফলায় আপন বাহার।
জীবন যৌবন ধন মান ও সম্মান,
পালাক্রমে আসে যায় নিয়ম সমান।
তার তরে গর্ব্বভরে অন্যে খর্ব করি
দম্ভকারী ব্যক্ত যথা যৌবনে কুক্কুরী।

প্রেমাবর্ত্ত

আপন অন্তর হ'তে প্রেমভালবাসা
জাগিয়া মিটাতে চায় আপন তিয়াসা
দয়িত অন্তর মাঝে, যেথা প্রিয় তরে,
মনোরম, তৃপ্তিকর শান্তিসুধা ঝরে।
কোন্ সে সুরম্যহৃদি কোন্ দেহলতা—
কবে যে আনিয়া দিবে কাম্য সফলতা ?
কেহ না বলিতে পারে, কেহ নাহি জানে-
কোথায় মিলিবে তাহা কবে কোনখানে।
প্রেমের প্রথমাবর্ত্তে অনুরাগী হিয়া
অনুরক্ত হৃদিতরে রহিয়া রহিয়া—
আলম্ববিভাবে তারে করয়ে নির্ভর,
হ'ক সে কুরূপ কিংবা সুরূপ সুন্দর।
প্রেম যাহা ভালবাসা কায়রূপহীন
অন্তরে জনম লভি অন্তরে বিলীন।

নগর ও পল্লী

নগরের শত শত অট্টালিকা কায়া
পল্‌লীর শান্ত স্নিগ্ধ তরুরাজি ছায়া,
নগরের কোটি কণ্ঠ কলকোলাহল
পল্‌লীর অনাবিল মৌন অবিরল,

নগরের শ্বাসরোধী প্রাসাদ প্রাচীর
পল্লীর মুক্তাঙ্গন মধুর সমীর,
নগরের কলঢালা পরিমিত জল
পল্লীর নদী দিঘী পুকুর সকল,
নগরের পাকাপথ পাষান বন্ধন
পল্লীর কাঁচাপথ শতেক যোজন,
নগরের বাঁধাধরা বিদ্যুৎ ঝলক
পল্লীর নীলাকাশে চন্দ্রমাফলক—
এ'দুয়ে তফাৎ বহু প্রভেদ বিশাল,
নগর ও পল্লীতে ভেদ র'বে চিরকাল

স্নেহাস্পদ

প্রেমলেখা দেয় দেখা অধরের কোণে
বিমল হাসির সাথে প্রসন্ন বয়ানে—
যবে সে এ' গ্রীবাখানি বাহুলতা পাশে
বেষ্টিত করিয়া ধরে স্নেহের আবেশে।
সংসারের শত চিন্তা শতেক যাতনা
নিমেষে মিলায়ে যায়, অনেক সান্ত্বনা—
আপন হৃদয় পরে সোহাগের বশে
আপনা আপনি আসি মনোরাজ্যে পশে।

কে সেই সুষমাময় সুখের আধার ?
যাহারে দেখিতে প্রাণ রহে অনিবার
ব্যাকুল চঞ্চল অতি ? যাহার সকাশে
প্রেম প্রীতি ভালবাসা স্বর্গসুখ আসে ?
বিগলিত আত্মজাত আত্মপ্রতিকৃতি
আপন সন্ততি সে যে আত্ম অনুকৃতি ।

ভুঁড়িদার যাত্রী

থপ্ থপ্ থপ্
ভুঁড়িদার ছুটে চলে করিয়া হলপ্—
ধরিবে সে ট্রেন ঐ, ছুটে যাহা পই পই,
চলে যাহা শন্ শন্, ঘোরে চাকা বন্ বন্,
তথাপি তাহার মন, ট্রেন পানে ধায়,
দেহ ভরে পা'দুখানি, কোন তাড়া নাহি মানি
ধীর তালে যায়—
আপন ধীরজ তালে দুই পা' আগায় ।
একপা' চলিতে তার নিশ্বাস বার বার—
ভুঁড়িটা যে দোলে আর বিষম বিপাক,
চলার বিরাম তার নাহি একপাক ।
ইঞ্জিন সাথী যার বিদ্যুৎ-ট্রেন আর
সব গাড়ী বার বার চীৎকার করি—
চলে যে সুমুখ পানে, কারো কথা নাহি মানে,

কে পথে পড়িয়া রয় নাহি দৃক্‌পাত ;
যতই জরুরী থাক কারু যাতায়াত।

শ্রীরামপুর ষ্টেশন,

হিংসার আগুন

হিংসুক নিন্দুক নিন্দা শুনি মনে হয়
তিনি অতি সদাশয় আমি নীচাশয়।
হ'তে পারি নীচ আমি নীচ অতিশয়
তাঁহা হ'তে নীচ কিনা বিচার্য্য বিষয়।
নিন্দুকের কাছে সিন্ধু হয়ত দুর্ব্বল
কিন্তু সেই সিন্ধু-ঢেউ তার ভীতিস্থল।
হিংসুক নিন্দুক যারা তাদের দমনে—
বৃথা চেষ্টা না করাই শ্রেয় গণি মনে।
নিন্দুকের নিন্দা ছোটে সিন্ধুসম বেগে
ধৃতিমান্ সহে তাহা কভু নাহি রেগে।
হিংসুক নিন্দুকগণ হৃদ্‌জ্বালাগুণে
আপনি পুড়িয়া মরে আপনার মনে।
কে কবে বলিয়াছিল কোথায় কে জানে-
'হিংসুক পুড়িয়া মরে হিংসার আগুনে'।

প্রশ্নময় খোকা

লিখিতে ছিলেন পিতা আপন লিখন
কোথা হ'তে এসে গেল খোকন নন্দন।
কাগজ কলম টানে বই টানি লয়
কথায় ছড়ায় বাণী শুধু প্রশ্নময়।
কেন যে প্রদীপ জ্বলে প্রদীপ কি খায় ?
আলোটা উজল কেন, কেন নিভে যায় ?
চাঁদ কেন দূরে থাকে, তারা কেন কাঁদে ?
চাঁদমামা পড়ে না কি কভু কারো ফাঁদে ?
পিপীলিকা পিল্‌পিল্‌ কেন হেঁটে চলে ?
পাখাধারী উই কেন পুড়ে মরে জ্ব'লে ?
টিকটিকি কেন খায় যত সব পোকা ?
মাকড়সা জাল বোনে তবে কি সে বোকা ?
চশমার দুই চোখে কেন জ্বলে আলো ?*
এ সকল প্রশ্‌নের কি উত্তর, বলো।

*চশমার দুই কাচে প্রদীপের আলোর প্রতিফলনে এই প্রশ্ন জাগে

দুষ্ট শিশুর নষ্টামি

শিশুটিরে খুঁজে মরি এঘর ওঘর
রাগিয়া বলিয়া ফেলি দুরন্ত বাঁদর।

বড়ই দামাল শিশু অথির চঞ্চল—
এই উঠে এই বসে এই ঢালে জল।
এই হেথা খেলা করে ওই হোথা যায়—
আগুনে কি জলে পড়ে করি হায় হায়।
নয়ন আড়াল হ'লে ব্যাকুল পরাণে
ইতি উতি খুঁজে মরি সচঞ্চল মনে।
নিকটে বিরক্ত করে দূরে উচাটন
সদাই সুষমা তার হ'রে লয় মন।
একদা পালঙ্ক নীচে ঝুড়ি ঢাকা দিয়ে
একাকী বসিয়াছিল নীরবে লুকিয়ে।
খুঁজিয়া শুধানু তারে, কেন রে লুকাস্ ?
হাসিয়া বলিল সে "মোর চির অভ্যাস।"

অসম বণ্টন

পৃথিবীর বুক চিরি যত শস্যকণা
জন্মে ধরাবাসী তরে, তার এককণা
অপচয় নাহি হয়। প্রতি জীব তরে-
ধরণী প্রদানে তাহা প্রফুল্ল অন্তরে।
কিন্তু হায়! সমর্থরা ভরপেট খায়—
অসহায় দরিদ্ররা উপোস কাটায়।

শীর্ণকায় জীর্ণ বস্ত্র আশ্রয় বিহীন
পথপ্রান্তে রিক্ত ত্যক্ত দীনতম দীন,
নর্দ্দমা পঙ্কিলে ক্ষিপ্ত ভুক্ত শেষখানি
কঙ্কাল পঙ্কিল হস্তে মুখে দেয় আনি—
অম্লান বদনে যবে, কি দারুণ ব্যথা!
কেহ ত ভাবে না সেই বঞ্চিতের কথা?
মাতৃরূপা ধরিত্রীর ফল শস্যভার
আকণ্ঠ ভুঞ্জিছে কেহ, কারো অনাহার।

ধর্মতলা

রাজনীতি ভীতি

রাজনীতি সেই নীতি যেথা নেতৃগণ
আপনার নীতিকেই রাজনীতি কন।
ন্যায় নীতি, ধর্মনীতি, জ্ঞান নীতি আর
মানব প্রীতির নীতি করি পরিহার,
কুনীতি দুর্নীতি ভরা মিথ্যা ধাপ্পানীতি
লক্ষবার সত্য বলি জাগায়ে প্রতীতি—
ছলা কলা কৌশলের সূক্ষ্মপথ ধরি
সবারে ধাঁধিয়ে দেয় বাক্যের চাতুরী।
নীতিহীন কদাচারী নীতিসুধা ঢালে
স্বীয় স্বার্থে কতবার কত কথা বলে।

যে তরণী ভর করি নির্ব্বাচনে তরে
স্বীয় স্বার্থে বহুবার তাহা ত্যাগ করে।
ন্যায় নীতি অনুসারী যারা সাধারণ
ছল রাজনীতিকারী হ'তে ভীত হন।

সাম্যাহ্বান

ওঠ ওঠ ওঠ সবে বাঁধ বাঁধ বুক
জাগাও নিরাশগণে দুঃস্থেরা জাগুক।
অত্যাচার অবিচার আত্মস্বার্থরাশি
দূর করো ত্যাগ করো ওহে মর্ত্ত্যবাসি।
সবাই সমান খাবে সম অধিকারে,
বঞ্চিত রবে না কেহ কভু কোন ধারে।
হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ স্বার্থের সংঘাত
সমূলে নির্মূল হ'ক অতি অকস্মাৎ।
দিকে দিকে দিক্ হাঁক প্রেমময় বাণী
স্বর্গের কল্পিত সুখ মর্ত্তলোকে আনি।
থাক সবে সুখী হ'য়ে সুখী পরিবার
কেহ কারো শত্রু নহে, নহে অরি আর।
হইবে সম্ভব ইহা যবে ভবে জানি,
সাম্যাহ্বান ধরাবুকে হইবে কল্যাণী।

যুবশক্তি

যুবকের দেহমনে যত শক্তি ধরে
যদি সে তা' যথাযথ সুপ্রয়োগ করে—
সুফল ফলাতে পারে আপন জীবনে,
দেশের দশের কাজে নিওজি আপনে।
মনোভাব চিন্তাধারা যবে উগ্র হয়
বিপথে চলিয়া তাহা আনে বিপর্য্যয়।
উদ্দিষ্ট আদর্শ যদি হয় হে মহান্
নিয়ন্ত্রিত পথে যদি তাহা বহমান,
তবে সে ঘটাতে পারে মহান্ উত্থান
দেশের করিতে পারে অশেষ কল্যাণ।
নীতিহীন নেতৃহীন যুবভাবরাশি
জ্বালাময় রূপ ধরি হয় সর্বনাশী।
উদ্ভাবনী শৌর্য্য বীর্য্য ওজস্বিতা যার—
ধন্য সেই যুবজন সংসার মাঝার।

রূপমরীচিকা

রূপসীর দেহগত যত বেশবাস
জানিবে নাগর তুমি তাহা প্রেমফাঁস।
ওহে তুমি রূপোপাসী প্রেমিকপ্রবর!
যাহারে ভাবিছ অতি মনোমুগ্ধকর,

সে তোমায় রূপলেশে লইবে কিনিয়া
ভ্রমে তুমি ভাবিবেক লইলে জিনিয়া।
অতুল রূপের ডালি রূপের বাহার
কালক্রমে দেখিবেক স্বরূপ তাহার।
না মিটিবে রূপক্ষুধা রূপসুধা পানে
না মিলিবে শান্তিলেশ রূপের কল্যাণে।
আত্মদ্রোহী হ'বে নিজে আপনে ধিক্কারি,
হৃদয় দহনজ্বালা দহিবে তোমারি—
কামাশক্ত মন, শুধু রহিবে তোমার—
অশেষ অবজ্ঞা আর অপমানভার।

সুন্দর চয়ন

এ সুন্দর ও সুন্দর কে সুন্দর শেষে
বিচার করিতে নর পারে কি নিঃশেষে—
প্রিয়তম নিরূপণে ? আপনার মনে
যদিও উৎগ্রীব সদা উৎসুক নয়নে—
খোঁজে সে সুন্দরতম নয়নাভিরাম,
যাকে পেলে পূর্ণ তার হ'ত মনস্কাম।
কখনো সে শ্রেষ্ঠতম সুন্দর মুরতি
মিলে নাই, মিলিবে না, ইহাই প্রতীতি

মিলিবে যাহারে এই সংসারের পথে,
নির্ভর রাখিয়া তাতে পরম নিশ্চিতে—
চলিতে পারিলে যদি অনুদ্বিগ্ন মনে,
কল্পলোকসুন্দরীকে পাইবে সেখানে।
অন্তর সুন্দর যদি দৃষ্টি অমলিন
অসুন্দর সব কিছু সৌন্দর্য্যে বিলীন।

শিশুসৌকুমার্য্যে মৃত্যুমালিন্য

শিশু যবে এল ভবে সুন্দর বয়ান
সুন্দর বিশ্বের পানে মেলিয়া নয়ান।
দিনে দিনে জননী ও ধরণীর স্নেহে,
বাড়িয়া উঠিল শিশু এই মরগেহে।
জননী যোগান তারে স্তনসুধাধার—
ধরণী যোগান তার আহার্য্য সম্ভার।
যৌবন-সুষমা তার যবে এল দেহে
সুপ্রিয়া সঙ্গিনী তারে নিল প্রেমগেহে।
মাধুর্য্যমণ্ডিত যত সম্ভোগ সকল
অধিকার করে নিল আবেশবিহ্বল—
এই ভাবে কতকাল কাটিলে হরষে—
বার্দ্ধক্য আসিল ক্রমে, মৃত্যুর পরশে—

সর্বাঙ্গ শীতল হ'ল, দেহ প্রাণহীন,
জলের উদ্ভূত বিম্ব জলেতে বিলীন।

সেজদা'র (ননী গোপাল) মৃত্যুশয্যায়।

উদ্বাস্তু

উদ্বাস্তু করেনি যারে রাষ্ট্রের বিধান—
ধর্মান্ধ মোহান্ধ অন্ধ নিপীড়ন বান,
অত্যাচার অবিচার নারী নির্য্যাতন
করেনি যাহারে কোন ধর্মান্ধ দুর্জ্জন,
ভূমিকম্প খরা বন্যা আগ্নেয় উৎপাত
গৃহদাহ হত্যাসহ রাষ্ট্রীয় সংঘাত—
ধর্মদ্বেষী দুর্জ্জনের প্রবল পীড়ন—
দহেনি যাহার দেহ গেহ প্রিয়জন,
কি ভাবে বুঝিবে সে এ' উদ্বাস্তু বেদন—
ছন্নছাড়া ঘৃণ্য কৃত তাদের জীবন।
যাহার ঐশ্বর্য্য ছিল, ছিল গো মর্য্যাদা,
যে অন্যের উপকারে আসিত একদা—
হঠাৎ উদ্বাস্তু হ'য়ে, হইয়া কাঙ্গাল
বিড়ম্বিত হ'য়ে হয় নিনীষা জঞ্জাল।

স্বার্থক মরণ

আমি যবে ভবার্ণবে হ'য়ে যাব লয়
আত্মার আত্মীয় হ'য়ে মেদে মৃন্ময়,
জলেতে জলীয়ভাগ তেজে তেজস্বান্
মরীচিকারূপ হ'য়ে মরুৎ মহান্ ;
ব্যোমময় পরিসরে আকাশের গায়—
ছড়াইয়া দেহসত্তা যবে প্রাণবায়—
বিশ্ববিশালতা ব্যাপ্তি করিবে বরণ,
ধন্য বলে মানি ল'ব হে মোর মরণ।
যবে মোর গানখানি বীণারবে ভাসি—
মৃদুল মধুর বায়ে দূরকালে আসি—
ক্ষণতরে ঝঙ্কারিবে আন্দোলি আপনে
যদিও আমার সত্তা না রবে ভুবনে ;
স্বার্থক মরণ তোরে হে মোর মরণ
শতরূপে শতবার করিব বরণ।

বিশ্বনাগরিকতা

বিদেশ কাহাকে বলে ? বিদেশী কাহারা ?
এ বিশ্বে বিরাজে এক চন্দ্র সূর্য্য তারা !
একই গগন তলে সকলের বাস
একই মাটির শস্য সকলের আশ।

এক বহ্নি, বায়ু, বারি ঐকী ভাবে ভবে
তাপ প্রাণ তৃষ্ণাক্ষেত্র, সকলেরে সেবে।
দূরান্তের দেশান্তরে যবে কেহ যায়
সেথা সে পরের কাছে স্নেহ গেহ পায়।
সৃষ্টিকৃতি ঐকীরীতি ধরি অনুক্ষণ
ঐকী ভাবে বিরচয়ে সবাকার মন।
প্রেম প্রীতি ভালবাসা ঐকী সর্বজীবে
ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্ম মৃত্যু সমক্রিয় সবে।
দূরান্তিক ভৌগলিক যত ব্যবধান
একে অন্যে বরে লয় আত্মীয় সমান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙ্গা ভবনে বিদেশী ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠানে।

মুটের জীবন

মোটাবহি দুঃখ সহি মুটের জীবন
দিনমান গত করে মাস ও অয়ন।
স্কন্ধে তার বহে ভার করিয়া ধারণ
অনিবার ব্যথা তার করি আহরণ।
মাথায় কাঁধে বা পিঠে বাঁকে কিংবা কাঁখে
যেখানে সুবিধা পায় সেখানেই রাখে।

ঘাম ঝরে দেহ ভ'রে শ্রমের দাপটে
তথাপিও পেটপুরে অন্ন নাহি জোটে।
পোষ্যবর্গ আছে ঘরে ক্ষুধায় কাতর—
যার তরে খেটে মরে খাটায় গতর।
দিন আনে দিন খায় নাহিক সঞ্চয়
অপ্রতুল আয় তার ধার সে মাগয়।
বহিতে ব্যথার বোঝা ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে
দারিদ্রের জ্বালা তারে নিতি বাধ্য করে।

কয়লার শ্রমিক দর্শনে।

শচীমাতাস্নেহধন্য নবদ্বীপচন্দ্র
বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রীতীশ্বর জয় গৌরচন্দ্র।
আচণ্ডাল উদ্ধারিতে প্রেম অবতার
কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের শ্রীমাহাত্ম্যকার।
ভক্ত হরিদাস আদি জগাই মাধাই
ভক্তিভরে নামব্রতে মাতিল সবাই।
গয়া কাশী বৃন্দাবন নীলাচল ধাম
তীর্থপ্রেম আকর্ষণে ভ্রমিলে সুঠাম!
বিভোল বিভোরে করি নাম সংকীর্ত্তন—
শ্রীবাসাদি ভক্তগণে কৈলে আকর্ষণ।

কলির পরমাগতি হরিনাম সার—
মুক্তির মোহনমন্ত্র করিলা প্রচার।
হরিনাম প্রকীর্ত্তনে মগ্ন লীন সদা
কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনে রাধাভাবে সাধা।

বর্ষ বরণ

বর্ষ তোমায় হর্ষভরে বরণ করি—
তুমি আছ সব জীবন মরণ
ধারণ করি।
নিরবধিকাল মহান্ বিশাল
তাহারি প্রবাহ হ'তে—
এলে চুপিসারে ধরণীর 'পরে
বরষের পরিমিতে।
বিগতবরষ ক্লান্তি হরণে
নবীন বরষ নবাগমক্ষণে,
সোল্লাস মনে বরি প্রাণপানে
তব নব শুভাগম ;
ব্যর্থ বিকল বিগত দিনেরে
করিছে বিস্মরণ !

নবীন বরষে নবীন হরষে
নব চেতনার নব উন্মেষে—
ফিরে ফিরে তোমা সরস হরষে
বরণ করি,
নবীন বরষে নবীন আবেশে
নবভাবে আজি—
স্মরণ করি।
বর্ষ তোমায় হর্ষভরে
বরণ করি।

MAHATMA GANDHI

Who launched an eventful movement
Against the unequal treatment in Dundee ?
It was the Indian Patriot Barrister
Mr. Mohandas Karamchand Gandhi.
Who was it that went out glee
To fight out the Britishers, Armless lee !
To win India's freedom from foreign bondage ?
It was Gandhiji himself with deep homage.
How he wanted to reach the goal in trying to be free ?
O ! by Swadeshi use, spinning and serving the suffering humanity.
Upright, Stalwart unflincing, to what degree was he ?
Oh good God ! to the highest limit that a National leader could be.

Was he poor mentally or in ideology or in talent or wit ?
Oh ! no, not a jot, not at all, not even a bit.
How much intelligent, absolute in wise decision was he ?
Surely as much as a leader and a great personality could be.
How undaunted Armless opposition against the tyrant rulers had he made ?
By non-violence, non-cooperation and boycott bayonet he did raid.

"Why do you travel by third class ?"
A query came to him at London Round-Table time.
Forthwith dropped his lips the answer, alas !
'Because there is no fourth class in train for mine'.
'A halt-naked Seditious Fakir thou be' ! quoth he--
"If civility shows nakedness, in bondage what to speak of me ?"

In freedom fighting against the oppressive rulers
what he spake ?
"I shall either end or mend this satanic government with
a shake."
Came the Cripps Mission to offer the India's freedom's frame,
"You're to wait for freedom till the War's end came"
"It's a postdated cheque on a crashing Bank'
Thus gave Mahatma to Sir Stafford Cripps his thank.
When Gandhiji declared his 'Quit India" policy programme
Forthwith Mr. Winston Churchill held up his monogram—
"Have I been the Premier to preside over the liquidation of
British Empire !'
And lo ! their boastful empire is no more anywhere.
Yet the mischiefs designed were done by the miscreants
The freedom-fighters and leaders stood stranded and
acrobats
And at long last a lopped, crippled, freedom came—
Mother India was severed, cut asunder, bisected a shame
The doing nothing anti block gained ground
And gallant fighters, blood givers had to bear the wounds.
And now what are we to do to keep us close ?
To unite, to grow more wealth and to fight out the foes.
16.12,71.

The phase of India's struggle for freedom came to its climax during 1942's at the advent of the Second World War declared by Herr Adolf Hitler against Britain & its allies France etc. on Sept. 1,1939 to redress the wounds and injustice done to the Germans and Germany by the 'Victorious War-Mongers fostered by the then League of Nations and Treaty of Varsailles. But the War-dart took its sudden turn to Russia and the Britain somehow got escaped, Sir Winston Churchill being at